হানাফী ফেক্‌হ-তত্ত্ব

বা মস্‌লা ভাণ্ডার

(দ্বিতীয় ভাগ)

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা
হাদিয়ে জামান সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌ সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্‌
শাহ্‌ সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পীরজাদা **মোহাম্মদ শরফুল আমিন**

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(চতুর্থ সংস্করণ সন ১৪১১ সাল)

মুদ্রণ মূল্য—২০ টাকা

সূচীপত্র
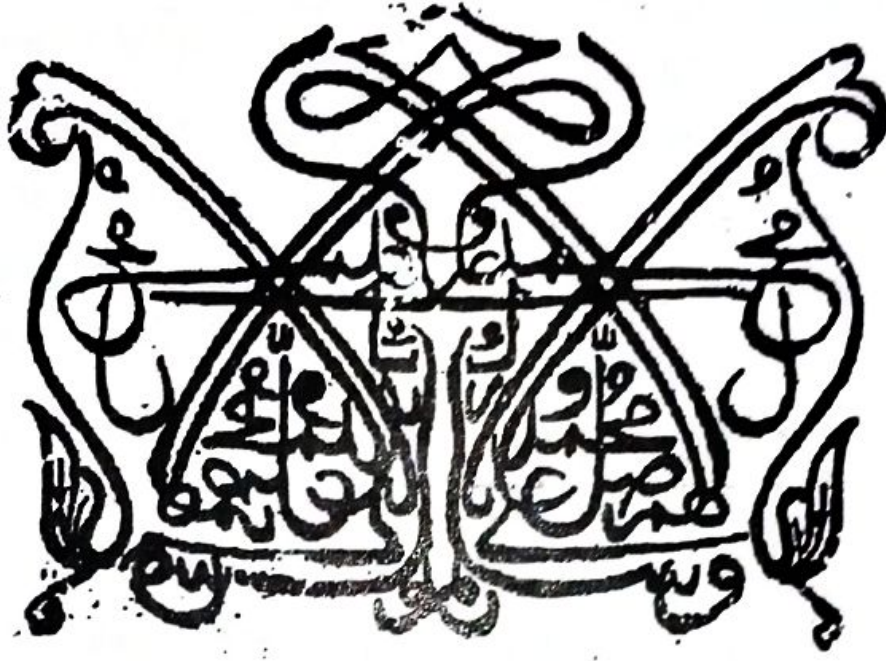
الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين

হানাফী ফেকহ্-তত্ত্ব

বা মস্‌লা ভাণ্ডার

দ্বিতীয় ভাগ

মোজা মছহ করার বিবরণ

প্রঃ— মোজা মছহ করা জায়েজ কি না?

উঃ— হাঁ, জায়েজ আছে। হজরত নবি (ছাঃ) মোজার উপর মছহ করিয়াছিলেন, সহিহ্ সহিহ্ হাদিছে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। খারেজী ও রাফেজী এই বেদয়াতি সম্প্রদায়দ্বয় মোজার উপর মছহ করা

অস্বীকার করিয়া থাকে। এমাম আজম (রঃ) বলিয়াছেন, সুন্নত অল্-জামায়াতের কয়েকটি লক্ষণ আছে, তন্মধ্যে হজরত আবুবকর ও ওমার (রাঃ) এই খলিফাদ্বয়কে সাহাবাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ধারণা করা, হজরত ওছমান ও আলি (রাঃ) নবি (ছাঃ)এর এই জামাতাদ্বয়কে অন্তরের সহিত ভক্তি করা এবং মোজাদ্বয়ের উপর মছহ করার বিশ্বাস রাখা উহার লক্ষণ।

এক্ষণে রাফেজী ও খারেজী হওয়ার অপবাদ খন্ডন উদ্দেশ্যে মোজার উপর মছহ করা উৎকৃষ্ট (আফজল) হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সন্দেহ না থাকিলে, মোজার উপর মছহ করা উত্তম, অথবা পা ধৌত করা উত্তম, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। মোজমারাত, তওশিহ ইত্যাদি কেতাবে আছে যে, মছহ করা জায়েজ হইলেও পা ধৌত করা উত্তম। কাহাস্তানি বলেন, পা ধৌত করিলে, গোনাহগার হইবে, দোরার ও ফৎহোল-কদিরে এই মত সমর্থন করা হইয়াছে, কিন্তু জয়লয়ী ও হালাবী পা ধৌত করা জায়েজ হওয়ার মত সমর্থন করিয়াছেন। শাঃ, ১।১৯৩।১৯৪।

প্রঃ— মোজার উপর মছহ করা কখনও ওয়াজেব হইতে পারে কি?

উঃ— হাঁ, তিন সময় ওয়াজেব হইয়া থাকে, প্রথম যদি কাহারও নিকট এই পরিমাণ পানি থাকে যে, যদি অজুতে মোজা মছহ করে, তবে পানি ওজুর জন্য যথেষ্ট হয়, কিন্তু পা ধৌত করিলে, পানি উহার জন্য যথেষ্ট হয় না, এই অবস্থায় মোজা মছহ করা ওয়াজেব। দ্বিতীয়— পা ধৌত করিতে গেলে, নামাজের ওয়াক্ত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়, এরূপ ক্ষেত্রে মোজা মছহ করা ওয়াজেব।

তৃতীয় পা ধৌত করিতে গেলে, হজ্জকারীর পক্ষে আরফাতে দাঁড়ানোর সুযোগ হয় না, কিন্তু মোজা মছহ করিলে, তথায় দাঁড়ান সম্ভব হয়, এরূপ ক্ষেত্রে মোজা মছহ করা ওয়াজেব। শাঃ ১।১৯৩।

প্রঃ— মোজা মছহ্ করার কয়টি শর্ত্ত আছে?

উঃ— উহার নিম্নোক্ত কয়েকটি শর্ত্ত আছে ;—

প্রথম— মোজা এরূপ হওয়া চাই যে, পায়ের যে পরিমাণ ধৌত করা ফরজ তাহা উহা দ্বারা ঢাকিয়া থাকে। পায়ের গাঁইটদ্বয়ের উপরিভাগ পর্য্যন্ত ধৌত করা ফরজ।

দ্বিতীয়— মোজার যে অংশে মছহ করা হয়, উহা যেন পায়ের সহিত সংলগ্ন থাকে, এমন কি যদি মোজা লম্বা হয় এবং সেই ব্যক্তি এরূপ স্থানে মছহ করে যে, তথায় পা না থাকে, তবে মছহ জায়েজ হইবে না।

তৃতীয়—এরূপ বস্তু দ্বারা মোজা নির্ম্মিত হয় যে, উহা পরিধান করিয়া মধ্যম গতিতে তিন মাইল বা ততোধিক পথ অতিক্রম করা সম্ভব হয়, এমন কি কাষ্ঠ কাঁচ কিম্বা লৌহ নির্ম্মিত মোজার উপর মছহ করা জায়েজ নহে।

চতুর্থ— ওজু করিয়া মোজা পরিধান করা, এমন কি বে-ওজু অবস্থায় মোজা পরিধান করিলে, উহার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে না।

পঞ্চম— মোজা তিন অঙ্গুলী পরিমাণ ছিন্ন না হওয়া।

ষষ্ঠ— রশি ইত্যাদি দ্বারা বন্ধন করা ব্যতীত মোজাদ্বয় উভয় পায়ের সহিত লাগিয়া থাকা।

সপ্তম— মোজাদ্বয়ের পায়ের মধ্যে পানি প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করা।

অষ্টম— পা কাটিয়া গেলেও উহার তিন অঙ্গুলি পরিমাণ বাকি থাকা।

নবম— ওজু তায়াম্মম করিয়া মোজা পরিধান না করা।

দশম— মছহকারীর নাপাক না থাকা।—শাঃ ১।১৯১।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, চামড়া রবার ইত্যাদির মোজা,

যাহা বিনা বন্ধনে পায়ের সহিত লাগিয়া থাকে, উহার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে, কিন্তু কাপড়ের মোজা—যাহা বিনা বন্ধনে পায়ের সহিত লাগিয়া না থাকে, উহার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে না।

প্রঃ— জরমুক কাহাকে বলে? উহার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ— মোজাকে কর্দ্দম হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে চামড়া উহার উপর ব্যবহার করা হয় এবং মোজা অপেক্ষা লম্বা কম হয়, উহাকে জরমুক বলা হয়।

যদি কেহ মোজা ব্যবহার না করিয়া কেবল চর্মনির্ম্মিত জরমুক ব্যবহার করে, তবে উহার মছহ করা জায়েজ হইবে।

যদি জরমুক কাপড় দ্বারা নির্ম্মিত হয় এবং মোজা ব্যবহার না করিয়া কেবল উক্ত জরমুক ব্যবহার করা হয়, তবে উহার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে না।

যদি কার্পাস বস্ত্র নির্ম্মিত জরমুকদ্বয় মোজাদ্বয়ের উপর পরিধান করে, তবে উক্ত জরমুকদ্বয়ের উপর মছহ করা জায়েজ হইবে না, কিন্তু যদি উক্ত জরমুকদ্বয় এরূপ পাৎলা হয় যে, উহার আদ্রভাব নিম্নস্থ মোজাদ্বয়ে পৌঁছিয়া যায়, তবে মছহ জায়েজ হইবে।

আর যদি জরমুকদ্বয় চামড়া বা তত্তুল্য কোন বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত হয়, এক্ষেত্রে যদি ওজু নষ্ট হওয়ার পূর্বে জুরমুকদ্বয় ব্যবহার করিয়া থাকে, তবে উহার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে। আর যদি ওজু নষ্ট হওয়ার পরে কিম্বা মোজাদ্বয়ের উপর মছহ করার পরে জরমুকদ্বয় ব্যবহার করিয়া থাকে, তবে উক্ত জরমুকদ্বয়ের উপর মছহ করা জায়েজ হইবে না, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

যদি কেহ দুইটি মোজা ও একটি জরমুক ব্যবহার করে, তবে এক পায়ের মোজার উপর ও দ্বিতীয় পায়ের জরমুকের উপর মছহ করিলে, উহা জায়েজ হইবে। ইহা কাজিখানে আছে।

একটি মোজার উপর অন্য মোজা ব্যবহার করিলে, জরমুকের ন্যায় উহার ব্যবস্থা হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।—আলঃ ১/৩৩।

(মসলা) যদি কেহ জরমুকদ্বয়ের উপর মছহ করার পরে উভয় জরমুক খুলিয়া ফেলে, তবে পুনরায় মোজাদ্বয়ের উপর মছহ করিবে। যদি কেহ একটি জরমুক খুলিয়া ফেলে, তবে তাহার প্রথম মছহ বাতীল হইয়া যাইবে, এক্ষেত্রে তাহাকে ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে দ্বিতীয়বার একটি মোজার ও অবশিষ্ট জরমুকের উপর মছহ করিতে হইবে। যদি কেহ জরমুকদ্বয়ের মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া মোজাদ্বয়ের উপর মছহ করে, তবে এই মছহ জায়েজ হইবে না, কিন্তু যদি উপরিস্থ জরমুক তিন অঙ্গুলী পরিমাণ ছিন্ন হয়, তবে মোজার উপর মছহ করিতে হইবে, ইহা হুলইয়া, বাহারোর-রায়েক ও সেরাজ কেতাবে আছে।—শাঃ, ১/১৯৭-১৯৮।

প্রঃ— পায়তাবার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে কি?

উঃ— যে পায়তাবার উপরি ও নিম্ন উভয় অংশ চর্মের নির্ম্মিত হয়, কিম্বা কেবল নিম্নের অংশ চর্মের নির্ম্মিত হয়, অথবা উহা পশম ইত্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত হয়, কিন্তু এরূপ শক্ত হয় যে, রশি ইত্যাদি দ্বারা বন্ধন করা ব্যতীত পায়ের (জঙ্ঘার) সহিত লাগিয়া থাকে এবং উহার নিম্নস্থ পা ঢাকিয়া রাখে, এই তিন প্রকার পায়তাবার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে, ইহা নহরোল-ফায়েক কেতাবে আছে।—আলঃ ১।৩২।

কার্পাসবস্ত্র, রেশম ইত্যাদি নির্ম্মিত পায়তাবার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে না, কেননা উহা পরিধান করিয়া তিন মাইল পথ অতিক্রম করা সম্ভব হয় না এবং বিনা বন্ধনে পায়ের সহিত লাগিয়া থাকে না।—শাঃ, ১।১৯৭।

প্রঃ— কোন্ অবস্থায় মছহ করা জায়েজ হইবে?

উঃ— ওজু করিয়া মোজা, জরমুক অথবা পায়তাবা ব্যবহার করার পর ওজু নষ্ট হইলে, মছহ করা জায়েজ হইবে। যদি কেহ প্রথমে

দুই পা ধৌত করিয়া মোজাদ্বয় পরিধান করে, তৎপরে ওজু নষ্টকারী কোন বিষয় প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে ওজুর অন্যান্য অঙ্গ ধৌত করে, তবে এইরূপ ওজু মকরুহ হইলেও উক্ত মোজাদ্বয়ের উপর মছহ করা জায়েজ হইবে। ইহা কাজিখানে আছে।

আর যদি পা ধৌত করিয়া মোজা পরিধান করে, কিন্তু অন্যান্য অঙ্গ ধৌত করার পূর্ব্বে ওজু নষ্টকারী বিষয় প্রকাশ হয়, তবে মোজাদ্বয়ের উপর মছহ করা জায়েজ হইবে না। ইহা কাফি কেতাবে আছে।

যদি কেহ তায়াম্মম করিয়া মোজাদ্বয় পরিধান করে, তৎপরে পানি প্রাপ্ত হয়, তবে মোজার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে না, বরং পা ধৌত করা ওয়াজেব হইবে, ইহা খাজানাতোল-মুফতিন কেতাবে আছে।

যদি কেহ মোজা ব্যবহার করার পূর্ব্বে বা পরে নাপাক হইয়া থাকে, তবে তাহার পক্ষে মোজা মছহ করা জায়েজ হইবে না।

যদি কেহ নাপাকির জন্য তায়াম্মম ও হাদাছের জন্য ওজু করে এবং দুই পা ধৌত করে, তৎপরে মোজাদ্বয় পরিধান করে, তবে মছহ করার মোদ্দাৎ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ওজুর সময় মোজা মছহ করিবে।

যদি কোন বে-ওজু ব্যক্তি মোজা পরিধান করে, তৎপরে পানিতে পা-রাখায় তাহার পদদ্বয় ভিজিয়া যায়, তৎপরে সে ওজুর অবশিষ্ট অঙ্গ ধৌত করিয়া লয়, তৎপরে তাহার ওজু ভঙ্গ হইয়া যায়, তবে তাহার পক্ষে মছহ করা জায়েজ হইবে। শাঃ, ১।১৯৮।১৯৯।

(মসলা) কোন নাপাক ব্যক্তি গোছল করিল, কিন্তু তাহার শরীরের সামান্য একটু স্থান শুষ্ক রহিয়া গেল, তৎপরে সে মোজা পরিধান করিল,—পরে শুষ্ক স্থানটি ধৌত করিল, অবশেষে তাহার ওজু নষ্ট হইয়া গেল, এক্ষেত্রে তাহার পক্ষে মোজার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

(মসলা) যদি কাহারও ওজুর স্থানের একটুখানি শুষ্ক রহিয়া যায়,

তৎপরে উক্ত স্থানটি ধৌত করার পূর্বে ওজু নষ্টকারী-বিষয় প্রকাশ হয়, তবে তাহার পক্ষে মোজার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে না, ইহা তবইন কেতাবে আছে। আঃ, ১৩৩৪।

(মসলা) যদি ওজু করিয়া মোজা পরিধান করে, তৎপরে তাহার ওজু নষ্ট হইয়া যায় এবং পানি না পাওয়ার জন্য তায়াম্মম করে, তৎপরে পানিপ্রাপ্ত হইয়া ওজু করে, তবে মোদ্দাৎ অবধি মোজার উপর মছহ করিতে পারিবে। ইহা তাহতাবিতে আছে।

(মসলা) যদি কোন মা'জুর ব্যক্তি ওজু করার পরে মোজাদ্বয় পরিধান করে, তৎপরে সে যে ওজু নষ্টকারী পীড়ায় আক্রান্ত আছে তদ্ব্যতীত অন্য প্রকার ওজু নষ্টকারী বিষয় প্রকাশ হয়, তবে সেই ওয়াক্ত পর্য্যন্ত মছহ করিতে পারিবে, ওয়াক্ত চলিয়া গেলে, পা ধৌত করিতে হইবে। শাঃ, ১।১৯৮।

প্রঃ— মোজার কোন্ অংশে মছহ্ করিতে হইবে?

উঃ— প্রত্যেক মোজার উপরি ভাগে হাতের তিন অঙ্গুলী পরিমাণ মছহ করা ওয়াজেব। ইহা মুহিত-ছারাখছিতে আছে। ছোট তিন অঙ্গুলী পরিমাণ, মছহ করা হইলেও জায়েজ হইবে, ইহা কাজিখানে আছে। মোজার নিম্নাংশে, পশ্চাদ্দিকে পার্শ্বদেশে, পায়ের গাঁইটের স্থলে বা তদুপরি স্থলে মছহ করিলে, মছহ জায়েজ হইবে না, ইহা দোরার ও তবইন কেতাবে আছে।

যদি এক মোজার দুই অঙ্গুলী পরিমাণ এবং অন্য মোজার পাঁচ অঙ্গুলী পরিমাণ মছহ করে, তবে মছহ জায়েজ হইবে না, ইহা ফৎহোল কদীরে আছে।

যদি মোজার উক্ত স্থানে মছহ করে—যাহাতে পা না থাকে, তবে মছহ জায়েজ হইবে না। তৎপরে যদি উক্ত খালি স্থানে পা প্রবেশ করাইয়া মছহ করে, তবে জায়েজ হইবে। তৎপরে যদি উক্ত স্থান হইতে পা সরাইয়া লয়, তবে পুনরায় মছহ করিবে, ইহা সেরাজ-অহ্যাজ

কেতাবে আছে।

(মসলা) যদি কাহারও এক পায়ে জখম (ক্ষত) থাকে এবং উহা ধৌত ও মছহ করিতে না পারে, তবে দ্বিতীয় পায়ের মোজার উপর মছহ করিবে।

(মসলা) যদি কাহারও পায়ের গোড়ালির উপর হইতে কাটিয়া গিয়া থাকে, তবে উহা ধৌত ও মছহ করিতে হইবে না! আর যদি মছহ করার স্থান তিন অঙ্গুলী পরিমাণ বাকি থাকে, তবে উহার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে, আর যদি তিন অঙ্গুলী কম বাকি থাকে, তবে মছহ করা জায়েজ হইবে না। আঃ, ১।৩৪।

প্রঃ— কয় অঙ্গুলী দ্বারা মছহ করিতে হইবে?

উঃ— তিন অঙ্গুলী দ্বারা মছহ করিবে, ইহা কাফি কেতাবে আছে।

যদি এক অঙ্গুলী দ্বারা মছহ করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে না, কিন্তু যদি এক অঙ্গুলী দ্বারা তিনবার পৃথক পৃথক তিন স্থানে মছহ করে এবং প্রত্যেক বারে পৃথক পৃথক পানি গ্রহণ করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে, ইহা তবইন কেতাবে আছে।

যদি অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগ দ্বারা মছহ করে এবং তৎসমস্তের মূলদেশ মোজা হইতে পৃথক করিয়া রাখে, তবে মছহ জায়েজ হইবে না, কিন্তু যদি অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগ হইতে পানি পড়িতে থাকে অথবা অঙ্গুলীগুলি মোজার উপর রাখার সময় তিন অঙ্গুলী পরিমাণ ভিজিয়া যায়, তবে এই দুই ক্ষেত্রে মছহ করা জায়েজ হইবে।

যদি বৃদ্ধা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বয় ফাক্ ফাক্ করিয়া রাখিয়া এতদুভয় অঙ্গুলী দ্বারা এবং তৎসংলগ্ন হাতের তালু দ্বারা মছহ করে, তবে উহা জায়েজ হইবে।

যদি তিন অঙ্গুলীর কেবল অগ্রাংশ মোজার উপর স্থাপন করে, কিন্তু টানিয়া না লওয়া হয়, তবে মছহ জায়েজ হইবে না।

যদি তিন অঙ্গুলীর পেট মোজার উপর স্থাপন করে এবং মোজার উপর টানিয়া না লওয়া হয়, তবে মছহ জায়েজ হইবে, কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হইবে, ইহা মন্‌ইয়াতে আছে।

যদি তিন অঙ্গুলী পরিমাণ মোজার উপর পানি কিম্বা বৃষ্টি পৌঁছিয়া যায়, তবে মছহ করার কার্য্য হইয়া যাইবে। মোজার তিন অঙ্গুলী পরিমাণ শিশিরে ভিজিয়া গেলে, সমধিক সহিহ মতে মছহ হইয়া যাইবে, ইহা তবইন কেতাবে আছে।—আঃ, ১।৩৩ ও শাঃ ১৯৯।২০০।

প্রঃ— মছহ করার সুন্নত নিয়ম কি?

উঃ— ডাহিন মোজার অগ্রভাগে ডাহিন হাতের অঙ্গুলীগুলি ও বাম মোজার অগ্রভাগে বাম হাতের অঙ্গুলীগুলি স্থাপন করিবে, তৎপরে দুই হাতের অঙ্গুলীগুলি পদদ্বয়ের গাঁইটের উপরে জঙ্ঘামূল পর্য্যন্ত টানিয়া লইবে, কিন্তু অঙ্গুলীগুলি অল্প অল্প ফাক করিয়া রাখিবে, ইহা কাজিখানে আছে।

যদি অঙ্গুলীগুলির সহিত তালুদ্বয় স্থাপন করে তবে সমধিক উত্তম হইবে।

যদি কেহ জঙ্ঘার (পায়ের উপরি) দিক্ হইতে অঙ্গুলীগুলির দিকে টানিয়া লইয়া অথবা লম্বাভাবে না টানিয়া প্রস্থভাবে টানিয়া লইয়া মছহ করে, তবে ইহা সুন্নতের খেলাফ হইলেও জায়েজ হইয়া যাইবে, ইহা জওহেরা-নাইয়েরা কেতাবে আছে।

হস্তের তালু দ্বারা মছহ করা মোস্তাহাব, যদি হস্তের পৃষ্ঠদেশ দ্বারা মছহ করে, তবে জায়েজ হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

মোজার উপরি ভাগে মছহ করিবে, নিম্নভাগে মছহ করিলে জায়েজ হইবে না, কিন্তু উহার উপরি ভাগে মছহ করার পরে নিম্নভাগে মছহ করা মোস্তাহাব হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কতক বিদ্বানের মতে উহা মোস্তাহাব হইবে দোর্‌রোল-মোখতার প্রণেতা ইহা সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু শামি প্রণেতা বলেন, ইহা হানাফী মজহাবের

মনোনীত মত নহে। আঃ, ১।৩৩ ও শাঃ, ১৯৫-১৯৬।

প্রঃ— কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত মছহ করিতে পারিবে?

উঃ— মোছাফেরের পক্ষে ওজু নষ্ট হওয়ার সময় হইতে তিন দিবারাত্রি ও মোকিমের পক্ষে এক দিবারাত্রি মছহ করা জায়েজ হইবে।

(মসলা) মোকিম ব্যক্তি কখন ছয় ওয়াক্ত নামাজ পর্য্যন্ত মছহ করিতে পারে, ইহার বৃত্তান্ত এই যে, এক ব্যক্তি ফজরের পূর্ব্বে ওজু করিয়া মোজা পরিধান করিল, তৎপরে ফজর খুব পরিষ্কার হইলে, তাহার ওজু ভঙ্গ হইল, তৎপরে সে ওজু করিয়া মছহ করিল, সূর্য্য উদয় হওয়ার একটু পূর্ব্বে নামাজ পড়িল, তৎপরে দ্বিতীয় দিবস ফজর হওয়ার পরেই ফজর পড়িল, এস্থলে সে ব্যক্তি মছহ করিয়া ছয় ওয়াক্ত নামাজ পড়িতে সক্ষম হইল।

যদি প্রথম দিবস এমাম সাহেবের এক রেওয়াএত ও দ্বিতীয় দিবস তাঁহার দ্বিতীয় রেওয়াএত গ্রহণ করা হয়, তবে মোকিম এক দিবারাত্রে সাত ওয়াক্ত নামাজ মছহ করিয়া পড়িতে পারে, ইহার বৃত্তান্ত এই যে, প্রথম দিবস ছায়া এক মেছ্‌ল হওয়ার পরে তাহার ওজু নষ্ট হইল, এই দিবস সে ব্যক্তি এক রেওয়াএত অনুসারে ছায়া এক মেছ্‌ল হওয়ার পরে জোহর এবং ছায়া দুই মেছ্‌ল হওয়ার পরে আছর পড়িল, দ্বিতীয় দিবসে সে ব্যক্তি ছায়া এক মেছ্‌ল হওয়ার পূর্ব্বে জোহর পড়িল এবং দ্বিতীয় রেওয়াএত অনুারে ছায়া এক মেছ্‌ল হওয়ার পরে আছর পড়িল, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি এক দিবারাত্রে সাত ওয়াক্ত নামাজ মছহ করিতে সক্ষম হইল।

মোকিম ব্যক্তি কখন চারি ওয়াক্তের অধিক মছহ করিয়া পড়িতে পারে না, ইহার বৃত্তান্ত এই যে, এক ব্যক্তি ফজরের পূর্ব্বে ওজু করিয়া মোজা পরিধান করিল, ফজর হওয়া মাত্রই ফজর পড়া আরম্ভ করিল, "আত্তাহিয়াতো' পড়া মাত্র তাহার ওজু ভঙ্গ হইয়া গেল, এই ব্যক্তি এই

ফজর নামাজ মছহ করিয়া পড়িতে পারে না, যেহেতু এই নামাজের শেষাংশে তাহার ওজু নষ্ট হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় দিবসের ফজর মছহ করিয়া পড়িলে, আত্তাহিয়াতের সময় তাহার মছহ করার মোদ্দাৎ শেষ হইয়া যাইবে, ইহাতে সে নামাজ হইতে বাহির হইয়া যাইবে, এমতাবস্থায় তাহার নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে, এই ব্যক্তি কেবল জোহর আছর, মগরিব ও এশা এই চারি ওয়াক্ত নামাজ মছহ করিয়া পড়িতে পারিবে।

(মসলা) মোকিম ব্যক্তি ওজু নষ্ট হওয়ার পরে মছহ করিল, কিন্তু এক দিবারাত্রির পূর্ব্বে মোছাফের হইল, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি তিন দিবারাত্রে মছহ করিবে। আর এক দিবারাত্রি গত হওয়ার পরে মোছাফের হইলে, যদি তাহার ওজু ভঙ্গ হইয়া থাকে, তবে মোজা খুলিয়া ফেলিয়া ওজু করিয়া লইবে, আর যদি ওজু নষ্ট না হইয়া থাকে, তবে মোজা খুলিয়া কেবল দুই পা ধৌত করিয়া লইবে।

(মসলা) যদি কোন মোছাফের মোকিম হইয়া যায়, এক্ষেত্রে এক দিবারাত্রি গত হইয়া থাকিলে, মোজা খুলিয়া পা ধৌত করিয়া লইবে, আর উক্ত মোদ্দাতের কিছু বাকি থাকিলে, উক্ত মোদ্দাৎ পূর্ণ করিয়া মোজা খুলিয়া ফেলিবে। উক্ত মসলাগুলি শামীর ১।১৯৯।২০৪ পৃষ্ঠায় আছে।

প্রঃ— মোজা কি পরিমাণ ছিন্ন হইলে, উহার উপর মছহ নাজায়েজ হইবে?

উঃ— পায়ের ছোট তিন অঙ্গুলী পরিমাণ মোজা ছিন্ন হইলে, মছহ জায়েজ হইবে না, কিন্তু ছিন্ন মোজার উপর অন্য মোজা কিম্বা জরমুক থাকে, তবে সেই মোজা ও জরমুকের উপর মছহ করা জায়েজ হইবে।

যদি পায়ের অঙ্গুলীর স্থলে মোজা ছিন্ন হয় এবং অঙ্গুলীগুলি দৃষ্টিগোচর হয়, তবে এস্থলে পায়ের তিন অঙ্গুলীর হিসাব হইবে। এমনকি পায়ের বৃদ্ধা ও তর্জ্জনী এই অঙ্গুলীদ্বয় ছোট তিন অঙ্গুলীর সমান

হইলেও উহার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে কিন্তু যদি উহার সঙ্গে মধ্যমা অঙ্গুলীর স্থলও ছিন্ন হয়, তবে মছহ করা জায়েজ হইবে না। ইহা তবইন, দোরার ইত্যাদি কেতাবে আছে, তাতেম্মাতে ইহা ছহিহ বলা হইয়াছে।

যদি গোড়ালীর স্থলে তিন অঙ্গুলী পরিমাণ ছিন্ন হয় এবং গোড়ালী দৃষ্টিগোচর হয়, তবে ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কাজিখান 'জামে-ছগিরে'র টীকায় লিখিয়াছেন, অর্দ্ধেকের অধিক খুলিয়া গেলে, মছহ জায়েজ হইবে না, এইরূপ পায়ের নিম্নদেশে ছিন্ন থাকিলে, যদি উহার অধিকাংশ ছিন্ন থাকে, তবে মছহ করা নাজায়েজ হইবে, ইহা এখতিয়ার ও গায়াহ্ কেতাবে আছে, কিন্তু বাহারোর-রায়েক প্রণেতা বলেন, মতনের কেতাবগুলির স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, গোড়ালী ও পায়ের নিম্নদেশের মোজা তিন অঙ্গুলী ছিন্ন হইলে, মছহ জায়েজ হইবে না, ফৎহোল-কদির প্রণেতা ও এমাম ছারাখছি ইহাই মনোনীত মত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

(মসলা) যদি মোজা তিন অঙ্গুলী বা তদধিক ছিন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু পা উঠাইবার সময় পা দৃষ্টিগোচর না হয়, এক্ষেত্রে জমিতে পা রাখিবার সময় উহা দৃষ্টিগোচর হউক, আর নাই হউক, উহার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে, ইহা দোরার কেতাবে আছে।

(মসলা) যদি মোজা দুইতা (ফর্দ্দ) হয় এবং উহার উপরি তা ছিন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু নিম্নের তা আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, তবে উহার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে। ইহা তবইন কেতাবে আছে।—শাঃ, ১।২০০।২০১।

প্রঃ— যদি মোজার কয়েক স্থানে সামান্য ভাবে ছিন্ন থাকে, তবে কি হুকুম হইবে?

উঃ— যদি একটি মোজার কয়েক স্থানে সামান্য সামান্য ছিদ্র থাকে এবং তৎসমস্ত ছিদ্রকে একত্রিত করিলে, তিন অঙ্গুলী পরিমাণ হয়,

তবে উহার উপর মছহ্ করা জায়েজ হইবে না, কিন্তু যদি দুই মোজার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ছিদ্রগুলিকে একত্রিত করিলে, তিন অঙ্গুলী পরিমাণ হয়, তবে মছহ করা জায়েজ হইবে, কিন্তু যেন ছিন্ন স্থানগুলির উপর ফরজ মছহ করা না হয়।

(মসলা) কতকগুলি ছিন্ন স্থানকে একত্রিত করিলে, যদি উহা তিন অঙ্গুলী পরিমাণ হয়, তবে যেরূপ পূর্ব্ব মছহকে বাতীল করিয়া দেয়, সেইরূপ নূতন মছহ নাজায়েজ করিয়া দেয়।

(মসলা) তায়াম্মমকারী ব্যক্তি পানি প্রাপ্ত হইলে, যেরূপ তাহার পূর্ব্ব তায়াম্ম বাতীল হইয়া যায়, সেইরূপ পানি থাকিতে নূতন তায়াম্মম নাজায়েজ হইয়া যায়।

(মসলা) গুপ্তাঙ্গ নামাজের মধ্যে খুলিয়া গেলে, যেরূপ নামাজ বাতীল করিয়া দেয়, সেইরূপ নামাজের পূর্ব্বে উহা খোলা থাকিলে, তকবিরে তহরিমা বাতীল করিয়া দেয়। শাঃ ১।২০১।

প্রঃ— যদি কাপড়, শরীর ও জায়নামাজের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নাপাকি লাগিয়া থাকে, তবে কি তৎসমস্তকে একত্রিত করা যাইবে?

উঃ— হাঁ, তৎসমস্তকে একত্রিত করিলে, যদি গাঢ় (মোগাল্লাজা) নাপাকি দেরম শরয়ি অপেক্ষা অধিক হয়, তবে নামাজ জায়েজ হইবে না, আর যদি লঘু (খফিফা) নাপাকি কাপড়ের একাংশের কিম্বা শরীরের একটি অঙ্গের এক চতুর্থাংশ তদপেক্ষা অধিক হয়, তবে নামাজ জায়েজ হইবে না।

প্রঃ— যদি স্ত্রীলোকের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ একটু একটু খোলা থাকে, তবে কি হুকুম হইবে?

উঃ— তৎসমস্ত স্থানকে একত্রিত করিলে, যদি কোন এক অঙ্গের এক চতুর্থাংশ হয়, তবে নামাজ বাতীল হইবে, ইহার কম হইলে, নামাজ বাতীল হইবে না।

প্রঃ— যদি কোন হাজী 'এহরাম' অবস্থায় শরীরের ভিন্ন ভিন্ন

স্থানে সুগন্ধিবস্তু মালিশ করিয়া থাকে, তবে কি হুকুম হইবে?

উঃ— তৎসমস্তকে একত্রিত করিলে, যদি একটি অঙ্গের পরিমাণ হয়, তবে তাহার পক্ষে একটি ছাগল (কোরবানি) করা ওয়াজেব হইবে।

প্রঃ— যদি কাপড়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশে রেশমি নক্‌শা থাকে, তবে কি হুকুম হইবে?

উঃ— তৎসমস্তকে একত্রিত করিলে, যদি চারি অঙ্গুলী অপেক্ষা অধিক হয়, তবে পুরুষের পক্ষে উক্ত কাপড় ব্যবহার করা হারাম হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, দোর্রোল-মোখতারের 'মছহ' অধ্যায়ে উহা হারাম বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু 'কারাহিয়েত' অধ্যায়ে উহা হারাম না হওয়ার কথা লিখিত আছে, ইহাই হানাফী-মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্যমত।

প্রঃ— যদি কোরবানির পশুর কর্ণে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ছিদ্র থাকে, তবে কি ব্যবস্থা হইবে?

উঃ— যদি উক্ত ছিদ্রগুলি একত্রিত করিলে, একটি কর্ণের অধিকাংশ হয়, তবে উক্ত পশু কোরবানি করা জায়েজ হইবে না, কিন্তু যদি দুই কর্ণের ছিদ্রগুলি একত্রিত করিলে, এক কর্ণের অধিকাংশ হয়, তবে উহা কোরবানি করা জায়েজ হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, মনহ কেতাবে আছে, এহতিয়াতের জন্য নাজায়েজ হওয়ার মত গ্রহণ করা উচিত।—শাঃ, ১।২০১।

প্রঃ— মোজায় কি পরিমাণ ছিদ্র হইলে, একত্রিত করার হুকুম দেওয়া যাইবে?

উঃ— বড় সূচ (চট সেলাই করা গুণ সুই) প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ ছিদ্রগুলি একত্রিত করার হুকুম দেওয়া যাইবে, কিন্তু তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর ছিদ্র হইলে, তৎসমস্ত একত্রিত করার হুকুম দেওয়া যাইবে না।—শাঃ, ১।২০১।

প্রঃ— কিসে মছহ নষ্ট হইয়া থাকে?

উঃ— (১) যে যে কার্য্যে ওজু নষ্ট হয়, তৎসমস্ত কার্য্যে মছহ নষ্ট হইয়া থাকে।

(২) একটি বা দুইটি মোজা খুলিয়া গেলে অথবা খুলিয়া ফেলিলে, মছহ নষ্ট হইয়া যায়।

(৩) মছহ করার নির্দ্দিষ্ট 'মোদ্দাৎ' গত হইয়া গেলে, মছহ নষ্ট হইয়া যায়। উপরোক্ত দুই অবস্থাতে পা দুইখানা ধুইয়া ফেলিতে হইবে।

(৪) দুই পায়ের অধিকাংশ 'শরয়ি' মোজা হইতে বাহির হইয়া গেলে বা বাহির করিয়া ফেলিলে, সমধিক সহিহ্ মতে মছহ্ নষ্ট হইয়া যায়। যে মোজা গাঁইটদ্বয় সমেত পা ঢাকিয়া রাখে, উহাকে 'শরয়ি' মোজা বলে, উহার উপরি অংশ—যাহা জঙ্ঘা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখে, উহা শরয়ি মোজার অংশ বলিয়া গণ্য নহে, এমন কি মোজার জঙ্ঘা অবধি পায়ের অধিকাংশ বাহির হইয়া গেলে বা বাহির করিয়া ফেলিলে মছহ নষ্ট হইয়া যাইবে। হেদায়া ও অন্যান্য কেতাবে এই মতটি সহিহ্ স্থির করা হইয়াছে, কাঞ্জ ও মোস্তাফা কেতাবদ্বয়ে এই মতের উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। গোড়ালির অধিকাংশ 'শরয়ি' মোজা হইতে বাহির করিয়া ফেলিলে, এমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলায়হের মতে মছহ নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা মনইয়া ও বাহরোর-রায়েকে আছে। বাদায়ে, ফৎহোল-কদির, হুলইয়া ও বাহরোর-রায়েকে এই মতটি মনোনীত স্থির করা হইয়াছে বেকাইয়া ও নেকাইয়াতে এই মতটি গ্রহণ করা হইয়াছে।

যদি মোজা প্রশস্ত (চওড়া) হওয়ার জন্য গোড়ালী আপনিই বাহির হইয়া যায়, তবে মছহ নষ্ট হইবে না, ইহা বারজান্দি ও কাহাস্তানি, নেহাইয়া হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৫) পায়ের অধিকাংশ পানি লাগিয়া ধুইয়া গেলে কিম্বা পানির দ্বারা ধৌত করিয়া ফেলিলে, মছহ নষ্ট হইয়া যাইবে, জখিরা ও জহিরিয়া প্রণেতা এই মতটি সহিহ বলিয়াছেন, জয়লয়ী বলিয়াছেন, অধিকাংশ কেতাবে এই মতটি লিখিত হইয়াছে, নুরোল-ইজাহ ও মনইয়ার টীকায়

এই মতটি গ্রহণ করা হইয়াছে।

বাহরোর-রায়েক, হুলইয়া, ফৎহোল-কদির ও সেরাজ প্রণেতাগণ উহাতে মছহ নষ্ট না হওয়ার সমর্থন করিলেও আল্লামা শামী ও শারাম্বালালী ইহা জইফ মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৬) মোজা-ছিন্ন হওয়ার তিন অঙ্গুলী পরিমাণ পা দৃষ্টিগোচর হইলে, মছহ নষ্ট হইয়া যায়।

(৭) মা'জুর ব্যক্তির পক্ষে নামাজের ওয়াক্ত চলিয়া গেলেই ওজু এবং মছহ নষ্ট হইয়া যাইবে।—শাঃ, ১।২০১-২০৪।

(মসলা) যদি মোজা ব্যবহার করার পরে ওজু নষ্ট হইয়া যায়, তৎপরে মছহ করার মোদ্দাৎ উত্তীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু সে ব্যক্তি মছহ করিল না, তাহার পক্ষে উহার পরে মছহ করা জায়েজ হইবে না।

প্রঃ— যদি মছহ করার মুদ্দাৎ শেষ হইয়া যায়, কিন্তু মোজা খুলিলে, শীতপ্রধান দেশে অতিরিক্ত শীতের জন্য পা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে কি করিতে হইবে?

উঃ— উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম মছহ বাতীল হইয়া যাইবে এবং জরুরতের জন্য জখমের উপরিস্থিত পটীর ন্যায় সমস্ত মোজা মছহ করিতে হইবে। কাফি, ও ইউনোল-মাজাহেব, জাওয়ামে, মুহিত, তবইন, কাজিখান, খোলাছা, তাতারখানিয়া, অল্‌-ওয়াল-জিয়া, ছেরাজ, মোখতারোন্নাওয়াজেল, মেরাজ, হাবিকুদছি ও এমদাদ কেতাবে আছে।

প্রঃ— যদি নামাজের মধ্যে মছহের মোদ্দাৎ শেষ হইয়া যায় এবং তথায় পানি পাওয়া না যায়, তবে কি করিতে হইবে?

উঃ— এই মসলায় মতভেদ হইয়াছে, একদল বলেন, ঐ অবস্থায় নামাজ পড়িতে থাকিবে, কাজিখানে ইহাকে সমধিক সহিহ মত বলা হইয়াছে। আর একদল বলেন, মছহ ও নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে, এই অবস্থায় তাহাকে তায়াম্মম করিতে হইবে, আল্লামা-জয়লয়ী এই মতটি সমধিক সত্য বলিয়াছেন এবং এবনোল-হোমাম ফৎহোল-কদিরে এই মত

সমর্থন করিয়াছেন।

লেখক বলেন, এহতিয়াতের জন্য ইহাই গ্রহণীয়।

প্রঃ— মছহের মোদ্দাৎ শেষ হইলে অথবা মোজা খুলিয়া ফেলিলে কি কেবল পা ধৌত করিতে হইবে অথবা ওজু করিতে হইবে?

উঃ— ওজুর সমস্ত অঙ্গ ধৌত করা ফরজ না হইলেও মোস্তাহাব হইবে, ছৈয়দ আবদুল গণী ও ইয়াকুবিয়া ইহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং দোর্রোল মোন্তাকা কেতাবে এই মতটি খোলাছা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। শাঃ, ১।২০২।

প্রঃ— কাহারও ওজু বা গোছলের কোন অঙ্গ ভগ্ন হইয়া গেলে, উহার উপর যে কাষ্ঠ-ফলক বাঁধিয়া দেওয়া হয়, কিম্বা ফোড়ার উপর অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া উক্ত স্থলে বা কাটা ও পোড়া ঘায়ে যে পটী বাঁধিয়া দেওয়া হয়, উহার ব্যবস্থা কি হইবে?

উঃ— উক্ত কাষ্ঠফলক বা পটীর উপর মছহ করা এমাম আজম রহমতুল্লাহে আলায়হের সমধিক সহিহ মতে ওয়াজেব এবং তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মতে ফরজে-জান্নি। এমাম সাহেবের মতে উক্ত স্থানে মছহ না করিলে' গোনাহগার হইবে, কিন্তু নামাজ বাতীল হইবে না। পক্ষান্তরে তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মতে মছহ না করিলে গোনাহগার হইবে এবং তাহার নামাজ বাতীল হইবে। ইহা মুহিত, তজরিদ, গায়াহ, তজনিছ ও খোলাছা কেতাবের মর্মে বুঝা যায়। নূহ, আফেন্দি, আল্লামা কাছেম হইতে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। এবনোল হোমাম, ফৎহোল কদিরে লিখিয়াছেন, দলীলের হিসাবে এমাম আজমের মত প্রবল প্রতিপন্ন হয়। আল্লামা-কাছেম বলিয়াছেন, এই মছহ ফরজে-জান্নি হওয়ার মত সমধিক এহতিয়াত-বিশিষ্ট। ইউন কেতাবে এই মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে।— শাঃ, ১।২০৪-২০৫।

প্রঃ— মোজা মছহ ও কাষ্ঠ ফলক বা পটী মছহ, এতদুভয়ের মধ্যে কি কি প্রভেদ আছে?

উঃ— নিম্নোক্ত কয়েক প্রকার প্রভেদ আছে ;—

(১) মোজা মছহ করার ন্যায় এই পটী ও কাষ্ঠফলক মছহ করার মোদ্দাৎ নির্দ্দিষ্ট নাই, জখম সুস্থ হইয়া গেলে, ইহার মোদ্দাৎ শেষ হইয়া যাইবে।

(২) যদি একখানা কাষ্ঠফলক খুলিয়া ফেলিয়া সেই স্থলে অন্য একখানা কাষ্ঠফলক বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তবে দ্বিতীয়বার মছহ করা ওয়াজেব হইবে না, বরং দ্বিতীয়বার মছহ করা মোস্তাহাব হইবে। পক্ষান্তরে পরিবর্ত্তিত মোজার উপর মছহ করা ওয়াজেব হইবে।

(৩) যদি একখানা কাষ্ঠফলকের উপর দ্বিতীয় আর একখানা বাঁধিয়া দেওয়া যায় এবং উপরিস্থিত ফলকের উপর মছহ করা হয়, তৎপরে ফলকখানা পড়িয়া যায়, তবে নিম্নস্থ ফলকের উপর দ্বিতীয়বার মছহ করা ওয়াজেব হইবে না, বরং মোস্তাহাব হইবে, পক্ষান্তরে উপরিস্থিত মোজার উপর মছহ করার পরে খুলিয়া গেলে, মোজার উপর মছহ করা ওয়াজেব।

(৪) এক পায়ের কাষ্ঠফলকের উপর মছহ করা এবং দ্বিতীয় পা ধৌত করা জায়েজ হইবে, পক্ষান্তরে এক পায়ের মোজার উপর মছহ করা এবং দ্বিতীয় পা ধৌত করা জায়েজ হইবে না, ইহা দোরার কেতাবে আছে।

এক পায়ের কাষ্ঠফলকের উপর মছহ করা এবং অন্য পায়ের মোজার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে না, এরূপ ক্ষেত্রে জখমি পায়ে মোজা ব্যবহার করিয়া উভয় পায়ের মোজার উপর মছহ করিবে, কিন্তু যদি জখমি পায়ের কাষ্ঠফলকের উপর মছহ করিতে না পারে, তবে কেবল সুস্থ পায়ের মোজার উপর মছহ করিবে, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

(৫) যদি ক্ষতস্থান ধৌত না করিয়া ও ওজু না করিয়া কাষ্ঠফলক বাঁধিয়া থাকে, তবে উহার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে; পক্ষান্তরে

বিনা ওজু মোজা পরিধান করিলে, উহার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে না।

(৬) যদি পটী বা কাষ্ঠ ফলকের উপর মছহ করিলে ক্ষতিকর হয়, তবে মছহ করা ত্যাগ করিবে।

(৭) যদি শীতল পানি দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিলে ক্ষতির কারণ হয়, তবে গরম পানি দ্বারা উক্ত স্থান ধৌত করিবে, যদি ইহাও ক্ষতিকর হয়, তবে উক্ত স্থানের উপর মছহ করিবে, আর যদি ইহাও ক্ষতিকর হয়, তবে পটী কিম্বা কাষ্ঠফলকের উপর মছহ করিবে, যদি ইহাও ক্ষতিকর হয়, তবে মছহ করা মাফ হইয়া যাইবে।

যদি জখম অপেক্ষা পটী বড় হয়, এক্ষেত্রে পটী খুলিয়া ফেলিলে ক্ষতিকর না হয়, তবে জখমের উপর মছহ করিবে এবং উহার চারি পার্শ্ব ধৌত করিবে, এক্ষেত্রে পটীর উপর মছহ করা জায়েজ হইবে না। যদি পটী খুলিয়া ফেলিলে বা উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ধৌত করিলে, ক্ষতির কারণ হয়, তবে সমস্ত পটীর উপর মছহ করিবে। বাহরোর-রায়েকে মুহিত ও ফৎহোল-কদির হইতে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে।

(মসলা) কাহারও নখ ভগ্ন হইয়াছে, এইজন্য উহার উপর ঔষধ লাগান হইয়াছে, কিম্বা কাহারও পায়ের চামড়া ফাটিয়া গিয়াছে, এজন্য উহার উপর ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, এক্ষেত্রে যদি ক্ষতিকর না হয়, তবে উক্ত স্থানের উপর পানি ঢালিয়া দিবে। আর যদি পানি ঢালিয়া দিলে ক্ষতিকর হয়, তবে উহার উপর মছহ করিবে। আর মছহ করা ক্ষতিকর হইলে মছহ করা ত্যাগ করিবে।

(৮) জখম ভাল হওয়ার পরে পটী খুলিয়া পড়িলে মছহ বাতীল হইয়া যাইবে।

(৯) জখম ভাল হওয়ার পূর্ব্বে পটী খুলিয়া পড়িলে মছহ নষ্ট হইবে না। যদি নামাজের মধ্যে জখম ভাল হওয়ার পরে পটী খুলিয়া যায়, তবে নামাজ নষ্ট হইয়া যাইবে, উক্ত স্থানটি ধৌত করতঃ পুনরায়

নামাজ পড়িয়া লইবে। ইহা মোজতাবা কেতাবে আছে।

(১০) যদি নামাজের মধ্যে জখম সুস্থ হওয়ার পরে ঔষধ পড়িয়া যায়, কিম্বা জখম ভাল হইয়া থাকে, কিন্তু পটী খুলিয়া না যায়, তবে উক্ত স্থান ধৌত করিয়া নামাজ পুনরায় পড়িবে, কিন্তু যদি জখম ভাল হইয়া থাকে, অথচ পটী উক্ত স্থানে এরূপ দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকে যে, উহা পৃথক করিয়া ফেলিলে, নূতন ভাবে জখম হইতে পারে, তবে মছহ নষ্ট হইবে না, ইহা বাহরোর-রায়েকে আছে।

(১১) বে-ওজু ও নাপাক ব্যক্তি পটী, কাষ্ঠফলক, পোড়া ও কাটা স্থানের উপর মছহ করিতে পারিবে, কিন্তু উক্ত ব্যক্তিদ্বয় মোজার উপর মছহ করিতে পারিবে না।

(১২) সম্পূর্ণ পটী মছহ করা সমধিক সহিহ মতে ওয়াজেব নহে, কিন্তু তিন অঙ্গুলী পরিমাণ ব্যতীত সমস্ত মোজা মছহ করা যে ওয়াজেব নহে, ইহা সর্ববাদী সম্মত মত।

(১৩) একাধিকবার পটীর উপর মছহ করা জরুরী নহে, ইহা সমধিক সহিহ মত, কিন্তু মোজার উপর যে একাধিকবার ম ছহ করা জরুরী নহে, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত মত।

(১৪) পটীর উপর মছহ করিতে নিয়ত করা জরুরী নহে, ইহা সর্ব্বাদি সম্মত মত, কিন্তু মোজার উপর মছহ করিতে নিয়ত করা একমতে জরুরী, এই মতটি সহিহ নহে।

(১৫) যদি জখম ভাল হওয়ার পরে পটী পড়িয়া যায় ও তাহার ওজু থাকে, তবে কেবল উক্ত স্থান ধৌত করা ওয়াজেব হইবে, কিন্তু মোজা খুলিয়া গেলে দুই পা ধৌত করিতে হইবে।

(১৬) যদি একটি পটীর উপর মছহ করার পরে উহার উপর অন্য পটী বাঁধিয়া দেয়, তবে উপরিস্থিত পটীর উপর মছহ করা জায়েজ হইবে, কিন্তু যদি একটি মোজার উপর মছহ করিয়া উহার উপর দ্বিতীয় মোজা ব্যবহার করে, তবে উপরিস্থ মোজার উপর মছহ করা জায়েজ

হইবে না।

(১৭) পটীর নিম্নদেশে পানি প্রবেশ করিলে, এই মছহ বাতীল হইবে না, কিন্তু মোজার মধ্যস্থিত পায়ে পানি প্রবেশ করিলে, মোজার মছহ বাতীল হইয়া যায়।

(১৮) কাহারও পায়ের ওজুর স্থান কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু কেবল দুই বা এক অঙ্গুলী পরিমাণ বাকি থাকে, তবে উহার উপর পটী বাঁধিলে, এই পটীর উপর মছহ করা জায়েজ হইবে। পক্ষান্তরে পায়ের ওজুর স্থান তিন অঙ্গুলীর কম বাকি থাকিলে, এবং উহার উপর মোজা ব্যবহার করিলে, উক্ত মোজার উপর মছহ করা জায়েজ হইবে না।

(মসলা) কাহারও চক্ষের পীড়া থাকিলে, যদি উহাতে ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকে এবং চিকিৎসক উহা ধৌত করিতে নিষেধ করিয়া থাকে, তবে উহা পটীর তুল্য হইবে। জামেয়োল-জাওয়ামে' কেতাবে শারম্বালালিয়া হইতে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে।— শাঃ, ১।২০৪-২০৭

ঋতুর (হায়েজের) বিবরণ

প্রঃ—হায়েজ কাহাকে বলে?

উঃ— বালেগা স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় হইতে প্রসব কাল ব্যতীত অন্য সময় যে রক্ত প্রবাহিত হয়, উহাকে হায়েজ বলা হয়।

প্রঃ— নেফাছের অর্থ কি?

উঃ— স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসব হওয়ার পরে বা সন্তানের অধিকাংশ বাহির হওয়ার পরে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, উহাকে নেফাছ বলা হয়।

প্রঃ— ইস্তেহাজা কি?

উঃ— পীড়া বশতঃ যে রক্ত শীরা হইতে প্রবাহিত হইয়া যোনি হইতে বাহির হয়, উহাকে ইস্তেহাজা বলে। হায়েজের রক্ত গর্ভাশয় হইতে

বাহির হয়, এইজন্য উহাতে দুর্গন্ধ বোধ হয়, কিন্তু ইস্তেহাজার রক্ত শীরা হইতে প্রবাহিত হয়, এজন্য উহাতে দুর্গন্ধ থাকে না—মারাকিল ফালাহ্ ৮০।

প্রঃ— হায়েজ ও নেফাছের মোদ্দাৎ কি?

উঃ— হায়েজের কম মোদ্দাৎ তিন দিবারাত্রি, অধিক মোদ্দাৎ দশ দিবারাত্রি। নেফাছের কম মোদ্দাৎ নির্দ্দিষ্ট নাই, কিন্তু উপরি মোদ্দাৎ ৪০ দিবস।

প্রঃ— কোন্ কোন্ সময়ের রক্তকে ইস্তেহাজা বলিতে হইবে?

উঃ— তিন দিবারাত্রির কম বা দশ দিবারাত্রির অধিক যে রক্ত প্রবাহিত হয়, সন্তান প্রসব করার পরে ৪০ দিবসের অতিরিক্ত যে রক্ত প্রবাহিত হয়, উহা 'ইস্তেহাজা' বলিয়া গণ্য হইবে। যে স্ত্রীলোকের হায়েজ ও নেফাছের মোদ্দাৎ নিয়মিত থাকে, যদি উক্ত নিয়মের অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয় এবং ইহা সত্ত্বেও হায়েজে দশ দিবসের অধিক এবং নেফাছে ৪০ দিবসের অধিক রক্তস্রাব হয়, তবে এই নিয়মের অতিরিক্ত রক্তপাতকে 'ইস্তেহাজা' ধরিতে হইবে। যে নপুংসকের (হিজড়ার) পুরুষ বা স্ত্রীলোক হওয়া নির্দ্ধারিত হয় নাই, তাহার রক্তস্রাবকে 'ইস্তেহাজা' বলিতে হইবে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের নয় বৎসরের কম বয়স্কা স্ত্রীলোকের বা বয়োবৃদ্ধ ঋতুরহিতা স্ত্রীলোকের যে রক্তস্রাব হয়, উহাকে 'ইস্তেহাজা' ধরিতে হইবে। প্রসব কালে সন্তানের অধিকাংশ শরীর বাহির হইলে, যে রক্তপাত হয়, উহা নেফাছ বলিয়া গণ্য হইবে। উহার অধিকাংশ শরীর বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত যে রক্ত বাহির হয়, উহা 'ইস্তেহাজা' বলিয়া গণ্য হইবে। শামী ও তাহতাবি লেখকদ্বয় বলিয়াছেন, যখন সন্তানের অধিকাংশ শরীর বাহির না হইলে, নেফাছের হুকুম দেওয়া যায় না, তখন এইরূপ অবস্থায় নামাজের ওয়াক্ত হইলে, উক্ত স্ত্রীলোকটি ওজু করিয়া এবং অক্ষম হইলে তায়াম্মম করিয়া একটি মাইট বা গর্ত্তে সন্তানের বহির্গত অংশ স্থাপন পূর্ব্বক ইশারায় নামাজ পড়িবে, এইরূপ বিপদ কালেও নামাজ পড়িতে

বিলম্ব করিবে না। এক্ষেত্রে সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে নামাজ ত্যাগ বা বিলম্ব করার আপত্তি থাকিতে পারে কি?—শাঃ, ১।২০৮-২০৯।

প্রঃ— যদি কোনও স্ত্রীলোকের প্রসব অন্তে রক্তস্রাব না হয়, তবে তাহাকে নেফাছওয়ালি বলিয়া ধরিতে হইবে কিনা?

উঃ— ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এক রেওয়াএতে তাহাকে নেফাছযুক্তা ধরা হয় নাই, অন্য রেওয়াএতে তাহাকে নেফাছওয়ালি বলিয়া গন্য করা হইয়াছে, উভয় রেওয়াএতটি সহিহ বলা হইলেও শেষ মতটি সমধিক এহতিয়াতযুক্ত ও গ্রহণীয়।—শাঃ, ১।১২৪ ওমারাঃ, ৮১।

প্রঃ— যদি প্রসবকালে স্ত্রীলোকের নভ্যস্থল বিদীর্ণ হইয়া তথা হইতে সন্তান বাহির হয়, তবে তাহার প্রতি নেফাছের হুকুম দেওয়া যাইবে কি না?

উঃ— যদি গর্ভাশয় (রেহেম) হইতে রক্তস্রাব হয়, তবে তাহার প্রতি নেফাছের হুকুম দেওয়া যাইবে, আর যদি নভ্যস্থল হইতে রক্তস্রাব হয়, তবে ইহা নেফাছ বলিয়া গণ্য হইবে না, ইহা বাহারোর-রায়েক কেতাবে আছে। শাঃ, ১।২১৯ ওমারাঃ ৮০।

প্রঃ— আয়েছা (ঋতুরহিতা) কাহাকে বলে?

উঃ— যে স্ত্রীলোক এরূপ বয়োবৃদ্ধ হইয়াছে যে, তাহার তুল্য স্ত্রীলোকের হায়েজ বন্ধ হইয়া থাকে, তাহাকে আরবিতে 'আয়েছা' বলে, বঙ্গভাষায় তাহাকে 'ঋতুরহিতা' বলা যাইতে পারে।

প্রঃ— ঋতুরহিতা হওয়ার মোদ্দাৎ কি?

উঃ— ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এক রেওয়াএতে ৫০ বৎসর উহার মোদ্দাৎ স্থির করা হইয়াছে, এই মতের উপর মোজতবা ইত্যাদি কেতাবে ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্য রেওয়াএতে ৫৫ বৎসর উহার মোদ্দাৎ স্থির করা হইয়াছে। কাজিখান, মুফিদ, ফয়েজ ইত্যাদি কেতাবে এই মতটী ফৎওয়া-গ্রাহ্য ও মনোনীত স্থির করা হইয়াছে।

এই ৫০ কিম্বা ৫৫ বৎসরের পূর্ব্বে রক্ত বন্ধ হইয়া গেলে

হায়েজের হিসাবে তাহার তালাকের এদ্দৎ ধরিতে হইবে। উক্ত মোদ্দাতের পরে রক্ত বন্ধ হইয়া গেলে, তাহাকে ঋতুরহিতা ধরিতে হইবে।

প্রঃ— উক্ত ঋতু বন্ধ হওয়ার পরে পুনরায় রক্ত দেখা গেলে, উহা হায়েজ হইবে কি না?

উঃ— যদি উক্ত রক্ত কাল কিম্বা গাঢ় লোহিত হয়, তবে উহা হায়েজ ধরিতে হইবে; যদি উহা জরদ, সবুজ বা মেটে রঙের হয় তবে উহা হায়েজ বলিয়া গণ্য হইবে না, কিন্তু তাহার পূর্ব হায়েজের রং উক্ত ত্রিবিধ রঙের মধ্যে কোন যদি এক প্রকার হয়, তবে এই ত্রিবিধ রঙ হায়েজের বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রঃ— যদি কোন স্ত্রীলোক ঋতুরহিতা হইয়া মাসের হিসাবে তালাকের এদ্দৎ পালন করে, তৎপরে নিয়মিত প্রকারে রক্ত দেখা যায়, কিম্বা অন্য স্বামী কর্ত্তৃক গর্ভিনী হয়, তবে এইরূপ এদ্দৎ পালন ও নেকাহ সহিহ্ হইবে কি না?

উঃ— যদি এদ্দতের কয়েকমাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে রক্ত দেখা যায়, তবে এই এদ্দত বাতীল হইয়া যাইবে, আর যদি এদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পরে রক্ত দেখা যায়, তবে এই এদ্দৎ পালন বাতীল হইবে না এবং ইহার পরে নিকাহ করিলে, উক্ত নিকাহ বাতীল হইবে না, ইহা ফৎওয়া গ্রাহ্য মত। শাঃ, ১।২২৩।

প্রঃ— তোহর কাহাকে বলে এবং উহার মোদ্দাৎ কি?

উঃ— দুই হায়েজের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা যত দিবস পাক থাকে, উক্ত পাকিকে 'তোহর' বলে। এই পাকির কম মোদ্দাৎ ১৫ দিবস এবং অধিক মোদ্দাৎ অনির্দ্দিষ্ট, এমন কি সমস্ত জীবন পাক থাকিতে পারে,—

(১) যে স্ত্রীলোকের সমস্ত বয়স হায়েজ হয় নাই, ১৫ বৎসর বয়স ধরিয়া তাহাকে বালেগা স্থির করা হইয়াছে, সেই স্ত্রীলোকটি সমস্ত জীবন নামাজ, রোজা ও স্বামী-সহবাস করিবে এবং মাসের হিসাবে তালাকের এদ্দৎ পালন করিবে।

(২) যে স্ত্রীলোকের বালেগা হওয়ার সময় কিম্বা পরে তিন দিবসের কম রক্তপাত হয়, তৎপরে শেষজীবন অবধি তাহার রক্তপাত না হয়, ইহার হুকুম প্রথম প্রকারের ন্যায় হইবে।

(৩) যে স্ত্রীলোকের তিন দিবারাত্রি বা ততধিক রক্তপাত হয়, তৎপরে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, ইহার হুকুমও প্রথম প্রকারের ন্যায় হইবে। যদি ঋতুরহিতা হওয়ার বয়সের পূর্ব্বে হায়েজ দেখা যায়, তিন হায়েজ তালাকের এদ্দৎ পালন করিবে, নতুবা তিন মাস উহার এদ্দৎ পালন করিতে হইবে।—শাঃ, ১।২০৯।

প্রঃ— যদি কোন স্ত্রীলোকের হায়েজ আরম্ভ হইয়া অবিশ্রান্ত ভাবে রক্তপাত হইতে থাকে, তবে তাহার হুকুম কি হইবে?

উঃ— রক্তস্রাব আরম্ভ হওয়ার প্রথম তারিখ হইতে দশ দিবস হায়েজ ও ২০ দিবস পাকি ধরিতে হইবে।—শাঃ, ১।২০৯।

প্রঃ— যে স্ত্রীলোকের কিছু দিবস নিয়মিত হায়েজ ও তোহর হওয়ার পরে অবিশ্রান্ত ভাবে রক্তস্রাব হয়, তাহার হুকুম কি?

উঃ— সে প্রত্যেক মাসে পূর্ব্ব নিয়ম অনুসারে হায়েজ ধরিয়া নামাজ, রোজা ও স্বামী-সহবাস ত্যাগ করিবে, এই নিয়মে তোহর ধরিয়া নামাজ, রোজা ইত্যাদি করিবে।—শাঃ, ১।২০৯।

প্রঃ— যে স্ত্রীলোক হায়েজের নির্দ্দিষ্ট তারিখের সংখ্যা ভুলিয়া যায়, তৎপরে অবিশ্রান্তভাবে তাহার রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহার হুকুম কি হইবে?

উঃ— তাতারখানিয়া কেতাবে আছে, যদি সেই স্ত্রীলোকটি জানে যে, মাসের শেষাংশে সে পাক হইয়া থাকে, কিন্তু কত দিবসে হায়েজ হইত, তাহা স্মরণ করিতে না পারে, তবে বিশ তারিখ অবধি প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তে ওজু করিয়া নামাজ পড়িবে, তৎপরে সাত দিবস ওজু করিয়া নামাজ পড়িবে, তৎপরে তিন দিবস নামাজ ত্যাগ করিবে ও মাসের শেষে গোছল করিবে।

আর যদি সে জানে যে, বিশ তারিখের পরে 'হায়েজ' হইত কিন্তু কত দিবস হইত, তাহা স্মরণ করিতে না পারে, তবে বিশ তারিখের পর তিন দিবস নামাজ ত্যাগ করিবে, অবশিষ্ট সাত দিবস প্রত্যেক ওয়াক্ত গোছল করিয়া নামাজ পড়িবে।

আরও উক্ত কেতাবে আছে, যদি সে জানে যে, মাসের দশ তারিখের মধ্যে তিন, চারি কিম্বা পাঁচ দিবস হায়েজ হইত কিন্তু কোন্ তিন চারি কিম্বা পাঁচ দিবস হইত, তাহা স্মরণ করিতে না পারে, তবে উক্ত দশ তারিখের প্রথম তিন, চারি কিম্বা পাঁচ দিবস ওজু করিয়া প্রত্যেক ওয়াক্তে নামাজ পড়িবে, অবশিষ্ট সাত, ছয় কিম্বা পাঁচ দিবস প্রত্যেক ওয়াক্তে গোছল করিয়া নামাজ পড়িবে। আর যদি ছয় দিবস হায়েজের কথা জানে তবে উক্ত দশ তারিখের প্রথম চারি দিবস ওজু করিয়া নামাজ পড়িবে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসে নামাজ ত্যাগ করিবে; সপ্তম হইতে দশম দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যেক ওয়াক্ত গোছল করিয়া নামাজ পড়িবে।

আর যদি সাত দিবস হায়েজের কথা স্মরণ থাকে, তবে প্রথম হইতে তিন দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যেক ওয়াক্ত ওজু করিয়া নামাজ পড়িবে, চতুর্থ হইতে সপ্তম দিবস পর্য্যন্ত নামাজ ত্যাগ করিবে, অবশিষ্ট কয়েক দিবস প্রত্যেক ওয়াক্তে গোছল করিয়া নামাজ পড়িবে।

যদি আট দিবস হায়েজের কথা মনে থাকে, তবে প্রথম ও দ্বিতীয় দিবস ওজু করিয়া নামাজ পড়িবে, তৃতীয় হইতে অষ্টম দিবস পর্য্যন্ত নামাজ ত্যাগ করিবে এবং অবশিষ্ট দুই দিবস প্রত্যেক ওয়াক্ত গোছল করিয়া নামাজ পড়িবে। যদি নয় দিবস হায়েজের কথা মনে থাকে, তবে প্রথম দিবস ওজু করিয়া নামাজ পড়িবে, দ্বিতীয় দিবস হইতে নবম দিবস পর্য্যন্ত নামাজ ত্যাগ করিবে, দশম দিবস প্রত্যেক ওয়াক্ত গোছল করিয়া নামাজ পড়িবে।

যদি মাসের কত দিবস হায়েজ হয় এবং কোন তারিখে হায়েজ হয়, ইহা তাহার স্মরণ না থাকে, তবে পাক থাকার প্রবল ধারণা হইলে,

নামাজ পড়িবে, আর হায়েজ হওয়ার প্রবল ধারণা হইলে, নামাজ ত্যাগ করিবে। আর কোনও বিষয়ে প্রবল ধারণা না হইলে যদি হায়েজ থাকার, হায়েজ আরম্ভ হওয়ার ও পাক থাকার এই তিন বিষয়ের প্রত্যেকটীর সম্ভাবনা হয়, তবে প্রত্যেক ওয়াক্ত ওজু করিয়া নামাজ পড়িবে।

আর যদি পাক থাকা হায়েজ হওয়া বা হায়েজ বন্ধ হওয়া এই তিন বিষয়ের প্রত্যেকটীর সম্ভাবনা হয়, তবে প্রত্যেক ওয়াক্ত গোছল করিয়া নামাজ পড়িবে, সুন্নতে মোয়াক্কাদা এবং ওয়াজেব আদায় করিবে, মস্‌জিদে প্রবেশ করিবে না। স্বামী সহবাস করিবে না। কোর-আন স্পর্শ করিবেনা, ফরজ রোজা করিবে, যদি জানে যে, রাত্রিতে হায়েজ আরম্ভ হইয়াছিল, তবে বিশদিন রোজা কাজা করিবে, আর যদি জানে যে, দিবসে হায়েজ আরম্ভ হইয়াছিল, কিম্বা কিছু স্মরণ না রাখে, তবে ২২ দিবস রোজা কাজা করিবে, নফল রোজা করিবেনা, নফল নামাজ পড়িবেনা, তওয়াফেজ্জিয়ারাত আদায় করিবে, কিন্তু দশ দিবস পরে উহার কাজা করিবে, তওয়াফে-রোখছত করিবে, উহার কাজা করিবেনা, তালাকের এদ্দৎ পালন করিবে, ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত।—শাঃ, ১।২১০-২১১।

(মসলা) যদি কোন স্ত্রীলোক অগ্র-পশ্চাৎ রক্তপাতের মধ্যে কিছু দিবস পাক থাকে, তবে দেখিতে হইবে যে, ১৫ দিবসের কম পাক থাকে, কিম্বা ১৫ দিবস বা ততোধিক পাক থাকে, যদি ১৫ দিবসের কম পাক থাকে, তবে পৃথক পৃথক হায়েজ ধরা হইবেনা, এইমতের উপর পরবর্ত্তী জামানার অধিকাংশ বিদ্বান ফৎওয়া দিয়াছেন, ইহাই সহজমত, ইহা তবইন, জাহেদী ও হেদায়াতে আছে। ছদরোশ-শরিয়া এই মতটী মনোনীত স্থির করিয়াছেন, মুহিত কেতাবে ইহা ফৎওয়া-যুক্ত বলা হইয়াছে।

যদি রক্তপাত ও পাকি দশ দিবসের অধিক না হয়, তবে উক্ত রক্তপাত পাকি উভয়কে হায়েজ ধরিতে হইবে। আর যদি রক্তপাত ও

পাকি দশ দিবসের অধিক হয়, তবে প্রথম ঋতুবতীর (হায়েজওয়ালির) পক্ষে দশ দিবস হায়েজ ধরিতে হইবে, আর যে স্ত্রীলোকের এক নিয়মে হায়েজ হইত, তাহার পক্ষে ইতিপূর্ব্বে যে দিবসগুলিতে হায়েজ হইত, সেই দিবসগুলিকে হায়েজের দিবস আর যে দিবসগুলিতে পাক হইত, সেই দিবসগুলিকে পাকির দিবস ধরিতে হইবে।

যদি নূতন ঋতুবতী স্ত্রীলোক এক দিবস রক্ত, তৎপরে ১৪ দিবস পাকি ও শেষে এক দিবস রক্ত দেখে, তবে প্রথম দশ দিবস হায়েজ ধরিতে হইবে।

নিয়মিত ভাবে যে স্ত্রীলোকের হায়েজ হইয়া থাকে, যদি সে নিয়মের এক দিবস পূর্ব্বে হায়েজ দেখে, তৎপরে দশ দিবস পাকি ও এক দিবস রক্ত দেখে, তবে তাহার পূর্ব্ব নিয়ম অনুসারে পাকির দশ দিবসকে হায়েজ ধরিতে হইবে এবং অগ্র পশ্চাতের রক্তপাতের দুই দিবসকে এস্তেহাজা ধরিতে হইবে।

আর যদি দুই রক্তপাতের মধ্যে ১৫ দিবস বা ততোধিক পাক থাকে, তবে দেখিতে হইবে যে, উভয় রক্তপাত তিন দিবসের কম হয় কি না? যদি তিন দিবসের কম না হয়, তবে উভয় রক্তপাতকে পৃথক পৃথক হায়েজ ধরিতে হইবে, আর যে রক্তপাত তিন দিবসের কম হয়, উহা এস্তেহাজা ধরিতে হইবে।

প্রঃ— কয় প্রকার রক্তকে হায়েজ বলা যাইতে পারে?

উঃ— ছয় প্রকার রক্তকে হায়েজ বলা যাইতে পারে,—কাল, লাল, জরদ, সবুজ, ধূসর (ময়লা পানির রং) ও মেটে রং। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোন স্ত্রীলোক ৫০ কিম্বা ৫৫ বৎসর বয়সে ঋতুরহিতা হওয়ার পরে কাল, গাঢ় লাল কিম্বা নিয়মিত রং ব্যতীত অন্য রং দেখিলে, উহা হায়েজ বলিয়া গণ্য হইবে না।

প্রঃ— সন্তান প্রসব হওয়ার পরে অগ্র পশ্চাৎ রক্তপাতের মধ্যে পাকি দেখিলে, উহা কি হইবে?

উঃ— এমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলায়হের মতে চল্লিশ দিবসের মধ্যে উভয় রক্তের মধ্যে ১৫ দিবস বা উহার কম বেশী পাকি দেখিলেও উক্ত পাকি নেফাছের মধ্যে গণ্য হইবে, ইহাই ফৎওয়াযুক্ত মত।

(মসলা) যদি নূতন ঋতুবতী স্ত্রীলোকের হায়েজ দশ দিবসের অধিক হয় এবং প্রথম প্রসূতীর নেফাছ ৪০ দিবসের অধিক হয়, তবে দশ ও চল্লিশ দিবসের অতিরিক্ত রক্তপাতকে হায়েজ ও নেফাছ বলা যাইবে না, বরং এস্তেহাজা বলিতে হইবে।

(মসলা) যে স্ত্রীলোকের প্রত্যেক মাসে ৫ দিবস হায়েজ হয় এবং প্রত্যেক সন্তান প্রসব করার পরে ২৫ দিবস নেফাছ হয়, কিন্তু এক মাসে কিম্বা একটী সন্তান প্রসব করার পরে উহার কম বেশী রক্ত দেখা যায়, তবে উহার পরবর্ত্তী 'তোহর' পূর্ণ হইলে উহা হায়েজ ও নেফাছের নিয়ম পরিবর্ত্তন বুঝিতে হইবে।

(মসলা) যদি কাহারও প্রত্যেক মাসে ৫ দিবস হায়েজ হইত, কিন্তু এক মাসে ৬ দিবস রক্ত দেখা যায়, তৎপরে কেবল ১৪ দিবস পাক থাকার পরে হায়েজ হয়, এক্ষেত্রে তোহর পূর্ণ হইল না বলিয়া ৫ দিবস হায়েজ ধরিতে হইবে, ষষ্ঠ দিবস ইস্তেহাজা ধরিতে হইবে। এই দিবসের নামাজগুলি কাজা করিতে হইবে।

এইরূপ যদি একটি স্ত্রীলোকের ৩০ দিবস নেফাছ হওয়ার নিয়ম থাকে, কিন্তু একবার ৩১ দিবস নেফাছ হয়, তৎপরে ১৪ দিবস তোহর থাকিয়া হায়েজ হয়, তবে এই তোহর পূর্ণ না হওয়ার জন্য ৩০ দিবস নেফাছ ও এক দিবস ইস্তেহাজা ধরিতে হইবে, এই দিবসের নামাজগুলি কাজা করিতে হইবে।

(মসলা) যদি কোন নূতন ঋতুবতী কয়েক দিবস হায়েজ ও ছয় মাসের কম তোহর দেখে, তৎপরে অবিশ্রান্ত ভাবে রক্তস্রাব হইতে দেখে, তবে এই পূর্ব নিয়ম অনুসারে হায়েজ ও তোহর ধরিতে হইবে, কিন্তু যদি

ছয় মাসের অধিক ৭ মাস, ৯ মাস কিম্বা এক বৎসর 'তোহর' দেখিতে পায়, তৎপরে অবিশ্রান্তভাবে রক্তস্রাব হইতে থাকে, তবে পূর্ব নিয়ম অনুসারে হায়েজ ধরিতে হইবে, কিন্তু এক ঘন্টা কম ছয়মাস তোহর ধরিতে হইবে।

(মসলা) যদি কাহারও প্রত্যেক মাসের ৭ দিবস হায়েজ হয়, তৎপরে এক মাসে মাসের প্রথম ভাগে ১০ দিবসের অধিক ১১ কিম্বা ১২ দিবস রক্তপাত হয়, তবে পূর্ব নিয়ম অনুসারে ৭ দিবস হায়েজ বলিয়া গণ্য হইবে এবং অবশিষ্ট কয়েক দিবস ইস্তেহাজা ধরিতে হইবে।— শাঃ, ১।২২১।

প্রঃ— যমজ (জোড়া) সন্তান হইলে, কিরূপ ভাবে নেফাছ ধরিতে হইবে?

উঃ— প্রথম সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে নেফাছ ধরিতে হইবে, দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যে রক্ত দেখা যায়, যদি প্রথম সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ৪০ দিবসের মধ্যে হয়, তবে উহা নেফাছ ধরিতে হইবে, ৪০ দিবসের পর হইলে, উহা ইস্তেহাজা ধরিতে হইবে, স্ত্রীলোক এই ইস্তেহাজার সময় গোছল করিয়া নামাজ পড়িতে থাকিবে, কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান প্রসব হইলে, তালাক ও স্বামীর মৃত্যুর এদ্দৎ শেষ হইবে।—শাঃ, ১।২২১।

(মসলা) যদি সন্তানের অবয়ব প্রকাশ না হয়, বরং একখানা হস্ত একখানা পা, অঙ্গুলী, নখ কিম্বা কেশ প্রকাশিত হয়, এই অবস্থায় নষ্ট হইয়া যায়, তবে উহাতে স্ত্রীলোকের নেফাছ হইবে। আর যদি কোন অঙ্গ প্রকাশ হওয়ার পূর্বে উহা নষ্ট হইয়া যায়, তবে উহাতে নেফাছের হুকুম দেওয়া যাইবে না। এক্ষেত্রে যদি তিন দিবস রক্তস্রাব হয় এবং উহার পূর্বে পূর্ণ এক 'তোহর' গত হইয়া থাকে, তবে উহা হায়েজ ধরিতে হইবে। আর যদি তিন দিবসের কম রক্তস্রাব হয়, কিম্বা তিন দিবস রক্তস্রাব হয়, কিন্তু উহার পূর্বে ১৫ দিবসের কম পাকি দেখা যায়, অথবা

তিন দিবসের কম রক্তস্রাব ও ইতিপূর্বে এক তোহর পূর্ণ না হইয়া থাকে, তবে উহা ইস্তেহাজা ধরিতে হইবে।—শাঃ, ১।২২১।২২২।

(মসলা) যদি কত দিবসে গর্ভস্রাব হইল এবং নষ্ট গর্ভের কোন অঙ্গ প্রকাশ হইয়াছিল কিনা, তাহা জানিতে না পারে, তৎপরে অবিরাম রক্তস্রাব হইতে থাকে, তবে যে দিবসগুলিতে হায়েজ হওয়ার বিশ্বাস থাকে, সেই দিবস গুলিতে নামাজ ত্যাগ করিবে, তৎপরে গোছল করিয়া মা'জুরের ন্যায় নামাজ পড়িবে।—শাঃ, ১।২২২।

(মসলা) হায়েজ ও নেফাছ কালে প্রত্যেক প্রকার নামাজ, রোজা নিষিদ্ধ, কিন্তু উক্ত দিবসগুলির রোজা কাজা করিবে, নামাজ কাজা করিবে না, উক্ত অবস্থায় মসজিদে দাখিল হওয়া, কা'বা গৃহের তওয়াফ করা, কেরাতের নিয়তে কোরআন পড়া, কোরআন বা উহার ফার্সি অনুবাদ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি কোর-আন শরিফ পৃথক গেলাফের মধ্যে থাকে, তবে উহা স্পর্শ করা নিষিদ্ধ নহে। এইরূপ উক্ত অবস্থায় স্বামী সঙ্গম করা নিষিদ্ধ, এমনকি স্বামীর পক্ষে উক্ত অবস্থায় স্ত্রীর নাভী ও জানুর মধ্যস্থল বিনা অন্তরালে আলিঙ্গন করা নিষিদ্ধ। যদি বস্ত্রের অন্তরালে থাকে, তবে সঙ্গম ব্যতীত আলিঙ্গন করা দোষ নাই।—শাঃ, ১।২১৩-২১৫।

(মসলা) হায়েজ ও নাপাকি অবস্থায় দোয়া পাঠ করা, দোয়া লিখিত কাগজ স্পর্শ করা, বহন করা, আল্লাহতায়ালার জেকর করা, তছবিহ পাঠ করা, কবর জিয়ারত করা ও ঈদগাহ দাখিল হওয়াতে দোষ নাই। এই সমস্ত কার্য্যে বে-ওজু ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ ওজু করা মোস্তাহাব, সেইরূপ নাপাক, ঋতুবতী ও নেফাছ যুক্তার পক্ষে ওজু করা মোস্তাহাব।—শাঃ, ১।২১৫।

(মসলা) নাপাক ব্যক্তির পক্ষে পানাহার করার পূর্বে হস্ত ধৌত করা ও কুল্লি করা মোস্তাহাব, কুল্লি ও হস্ত ধৌত করার পূর্বে পানাহার করা মকরুহ। ঋতুবতীর পক্ষে পানাহার করার পূর্বে হস্ত ধৌত করা

মোস্তাহাব, কিন্তু কুল্লি করা মো'স্তাহাব কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।—শাঃ, ১।২১৫।

(মসলা) যদি দশ দিবা রাত্রি হায়েজ হওয়ার পরে উহা বন্ধ হইয়া যায়, তবে গোছল করার পূর্বে স্বামী সহবাস করা হালাল হইবে, অবশ্য নামাজের পূর্বে গোছল করা ফরজ হইলেও সহবাসের পূর্বে গোছল করা মোস্তাহাব। যদি তিন দিবসের কম রক্তস্রাব হইয়া উহা বন্ধ হইয়া যায়, তবে নামাজের শেষ ওয়াক্তে ওজু করিয়া নামাজ পড়িবে। এস্থলে শেষ ওয়াক্তের মর্ম্ম মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ বুঝিতে হইবে, মকরুহ ওয়াক্তের শেষ নহে, ইহা দোরার প্রণেতা ও ছদরোশ-শরিয়ার কথা বুঝা যায়।

আর যদি তিন দিবা রাত্রির পরে হায়েজ বন্ধ হইয়া যায়, তবে দেখিতে হইবে, তাহার পূর্বকার নিয়ম অপেক্ষা কম দিবসে উহা বন্ধ হইয়াছে, কিম্বা ঠিক নিয়ম মত উহা বন্ধ হইয়াছে, প্রথম সূত্রে মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া গোছল করিবে, তৎপরে নামাজ ও রোজা করিবে, এই বিলম্ব করা ওয়াজেব, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও নিয়মিত সময়ের পূর্বে স্বামী সঙ্গম করা হালাল হইবে না।

দ্বিতীয় সূত্রে মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া গোছল করিবে ও নামাজ পড়িবে, এই বিলম্ব করা মোস্তাহাব। যদি এশার ওয়াক্তে রক্ত বন্ধ হয়, তবে এতটুকু বিলম্ব করিবে যে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্বে গোছল করিয়া নামাজ পড়িয়া লইতে পারে। এই দ্বিতীয় সূত্রে যতক্ষণ সে গোছল না করে, কিম্বা গোছল করিতে অক্ষম হইয়া তায়াম্মম না করে, অথবা এতটা সময় অতিবাহিত না হয় যে, তাহার উপর নামাজ ফরজ হইয়া যায়, ততক্ষণ তাহার পক্ষে স্বামী সঙ্গম করা হালাল হইবে না।—শাঃ, ১।২১৫-২১৬।

(মসলা) যদি কোন স্ত্রীলোকের জোহরের বা অন্য নামাজের শেষ ওয়াক্তে রক্ত বন্ধ হয়, এক্ষেত্রে যদি দশ দিবা রাত্রির পরে রক্ত বন্ধ হইয়া থাকে এবং ওয়াক্ত থাকিতে থাকিতে তকবির তহরিমা পাঠ করার সময়

পায়, তবে গোছল করার সময় না পাইলেও তাহার উপর উক্ত ওয়াক্তের নামাজ ফরজ হইবে, আর তকবির তহরিমা পাঠের সময় না পাইলে, তাহার উপর সেই ওয়াক্তের নামাজ ফরজ হইবে না। আর যদি দশ দিবা রাত্রির কমে রক্ত বন্ধ হইয়া যায় এক্ষেত্রে ওয়াক্ত থাকিতে থাকিতে গোছল করার, কাপড় পরিধান করার ও তকবির তহরিমা পড়ার সময় পাইলে, তাহার উপর সেই ওয়াক্তের নামাজ ফরজ হইবে, আর যদি কেবল গোছল করার সময় পাওয়া যায়, কিন্তু কাপড় পরিধান করার তকবির তহরিমা পড়ার সময় না পাওয়া যায়, অথবা গোছল করার ও কাপড় পরিধান করার সময় পাওয়া যায়, কিন্তু তকবির তহরিমা পড়ার সময় পাওয়া না যায়, তবে তাহার উপর সেই ওয়াক্তের নামাজ ফরজ হইবে না। —শাঃ, ১।২১৬-২১৭।

(মসলা) যদি রমজান মাসে দশ দিবা রাত্রের কমে ছোব্‌হে ছাদেকের এতটুকু সময় পূর্বে হায়েজ বন্ধ হইয়া যায় যে, কেবল গোছল করার সময় পাওয়া যায়, কিন্তু তকবিরে তহরিমা পাঠের সময় না পাওয়া যায়, তবে তাহার সেই দিবসের রোজা ফরজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, দোর্‌রোল মোখতারে আছে যে, সেই দিবসের রোজা উক্ত স্ত্রীলোকের উপর ফরজ হইবে, মোজতবা কেতাবে এই মতটী সহিহ বলা হইয়াছে।

বাহরোর-রায়েক ও তবইনোল-হাকায়েকে তওশিহ ও ছেরাজ কেতাবদ্বয় হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ছোবহে-ছাদেকের পূর্বে গোছল করার ও তকবিরে তহরিমা পাটের সময় পাওয়া না গেলে, উক্ত স্ত্রীলোকের উপর সেই দিবসের রোজা ফরজ হইবে না। শামি ও বাহরোর রায়েক প্রণেতা এই মতটি সত্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শামি প্রণেতা আরও বলিয়াছেন যে, উক্ত দিবসের রোজা ফরজ হওয়ার জন্য এই মতানুযায়ী কাপড় পরিধান করার সময় পাওয়া শর্ত্ত হইবে।—শাঃ, ১।২১৬-২১৭ লেখক বলেন শেষ মতটি গ্রহণীয়।

(মসলা) হায়েজ ও নেফাছের মোদ্দাতের মধ্যে স্বেচ্ছায় স্ত্রীসঙ্গম করিলে, গোনাহ কবিরা হইবে, যদি কেহ হায়েজ ও নেফাছের কথা মনে না থাকার কারণে স্ত্রীসঙ্গম করে, তবে ক্ষমার পাত্র হইতে পারে, আর যদি কেহ উহা হারাম হওয়ার কথা না জানায় এরূপ কার্য্য করে, তবে ঐরূপ কার্য্য গোনাহ কবিরা না হইলেও নাজায়েজ হইবে, ইহা তাহতাবিতে আছে।

যদি কেহ এইরূপ গোনা করিয়া ফেলে, তবে তাহার পক্ষে তওবা করা ওয়াজেব।

যদি হায়েজের প্রথম অবস্থায় রক্ত গাঢ় লাল বর্ণ থাকা কালে সঙ্গম করে, তবে তাহার পক্ষে এক 'দীনার' দান করা মোস্তাহাব এবং যদি হায়েজের শেষ অবস্থায় রক্ত জরদ বর্ণ হওয়া কালে সঙ্গম করে, তবে অর্দ্ধ 'দীনার' দান করা মোস্তাহাব। কোন কোন হাদিছে এইরূপ মত উল্লিখিত হইয়াছে। সাড়ে চারি মাশা স্বর্ণের আরবীয় মুদ্রাকে এক 'দীনার' হইয়া থাকে।

হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করা হালাল জানিলে কি হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে তাহার উপর কাফের হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া যাইবে, মবছুত, এখতিয়ার ও ফৎহোল কদিরে এই অধিকাংশ বিদ্বানের মতের উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। নেফাছের সময় সঙ্গম করা হালাল জানিলে, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে। ইহা শামীতে আছে। স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করা হালাল জানিলেও অধিকাংশ বিদ্বানের মতে ঐরূপ ব্যবস্থা হইবে, ইহা মজতবা কেতাবে আছে। পুংসঙ্গম করা হালাল জানিলে, তাহার কাফের হওয়া সর্ব্ববাদিসম্মত মত, ইহা তাহতাবিতে আছে। কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, প্রথমোক্ত মসলায় কাফের হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া যাইবে না, খোলাছা কেতাবে ইহা সহিহ মত বলা হইয়াছে। তনবিরোল আবছারে ইহা গ্রহণযোগ্য মত বলা হইয়াছে। দোর্‌রোল মোখতারে আছে, যদি কোন

মুসলমান এরূপ কার্য্য করে যে, সহিহ রেওয়াএত অনুসারে তাহার কাফের হওয়া সাব্যস্ত হয়, কিন্তু জইফ (দুর্ব্বল) রেওয়াএত অনুসারে সে কাফের হয় না, তবে তাহার কাফের হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া যাইবে না।—শাঃ, ১।২১৮।

নাপাক বস্তুর বিবরণ

প্রঃ— নাপাক বস্তু কয় প্রকার?

উঃ— দুই প্রকার গলিজা (গাঢ়) ও খফিফা (স্বল্প)।

প্রঃ— গলিজা নাপাক কি কি বস্তু?

উঃ— মনুষ্যের মল, মূত্র, বীর্য্য (মণি), মজি, অদি, পুঁজ ও মুখপূর্ণ বমন কষানি গলিজা নাপাক, ইহা বাহরোর রায়েকে আছে। হায়েজ, নেফাছ ও ইস্তেহাজার রক্ত গলিজা নাপাক, ইহা ছেরাজ অহ্হাজ কেতাবে আছে। বালক বালিকা অতি শিশু হইলেও তাহাদের প্রস্রাব নাপাক, ইহা ইখ্‌তিয়ার ও দোর্রোল মোখতারে আছে। মদ, প্রবাহিত রক্ত, মৃতের মাংস, অখাদ্য পশুর প্রস্রাব, ঘোড়া, খচ্চর (অশ্বতর), গরু, ছাগল, উট, হস্তী, কুকুর, মুরগি, হাঁস বা যে কোন পালকধারী জীব শূন্যমার্গে উড়িয়া থাকে না উহাদের মল গাঢ় নাপাক, ইহা কাজিখানে আছে। শূকর, চিতা ও হিংস্র পশুর মল এবং মুখের লালা গলিজা নাপাক, ইহা নুরোল ইজাহ কেতাবের টীকায় আছে। প্রত্যেক পশুর পিত্ত উহার প্রস্রাবের তুল্য নাপাক হইবে, ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে। বিড়াল ও ইঁদুরের মলমূত্র জাহেরে_রেওয়াএত অনুসারে গাঢ় নাপাক কিন্তু বিড়ালে পানি ইত্যাদি তরল বস্তুতে প্রস্রাব করিলে, উহা নাপাক হইয়া যাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই, আর যদি কাপড়ে প্রস্রাব করে, তবে জরুরতের জন্য কোন কোন বিদ্বানের মতে মাফ হইবে। ইন্দুর কাপড় কিম্বা তরল বস্তুতে

মলত্যাগ করিলে নাপাক হইয়া যাইবে, কিন্তু গমে মলত্যাগ করিলে যতক্ষণ উহার চিহ্ন প্রকাশ না হয়, জরুরতের জন্য কোন কোন বিদ্বানের ফৎওয়া মতে মাফ হইয়া যাইবে। ইন্দুরের প্রস্রাব পড়িলে, মাফ হইবে কিনা ইহাতে মতভেদ হইবে।

ফকিহ আবু জাফর বলেন, তরল বস্তুতে পড়িলে, নাপাক হইয়া যাইবে, যেহেতু উহার পাত্রকে ঢাকিয়া রাখা সম্ভব; কিন্তু কাপড়ে পড়িলে, মাফ হইয়া যাইবে।

একদল বিদ্বান সকল ক্ষেত্রে জরুরতের জন্য উহা মাফ হওয়ার ফৎওয়া প্রদান করিয়াছেন। সর্পের মল-মূত্র গাঢ় নাপাক। ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।—শাঃ, ১।২৩৩-২৩৪, আঃ, ১।৪৭, মার‍্যঃ ৮৮/৮৯।

প্রঃ— খফিফা নাপাক কি কি বস্তু?

উঃ— খাদ্য পশুর প্রস্রাব খফিফা নাপাক, ঘোড়ার প্রস্রাব ও চিল, বাজ, শিকরা, কাক ইত্যাদি অখাদ্য পক্ষী হিংস্র হউক, আর নাই হউক, উহাদের প্রস্রাব খফিফা নাপাক।—শাঃ, ২।২৩৪-২৩৬।

(মসলা) সর্পের চামড়া নাপাক। ইহা জাহিরিয়া কেতাবে আছে।

(মসলা) নিদ্রিত লোকের মুখ নিঃসৃত লালা পাক, ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত, কিন্তু মৃত ব্যক্তির মুখের লালা নাপাক, ইহা ছেরাজ অহ্বাজ কেতাবে আছে।

(মসলা) কবুতর, চড়ুই ইত্যাদি পক্ষীর বিষ্ঠা পাক, ইহা বাদায়ে, কাজিখান ও হুলইয়া কেতাবে আছে।

(মসলা) শহিদের রক্ত যতক্ষণ তাহার শরীরে থাকে, ততক্ষণ পাক বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে, কিন্তু তাহার শরীর হইতে পৃথক হইলে নাপাক বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে, ইহা হামাবি ও হুলইয়াতে আছে।

শরীরে রক্ত মাংস কিম্বা শিরার মধ্যে জড়িত ভাবে থাকে, যে রক্ত প্লীহা, হৃদপীন্ড ও কলেজার (অন্তঃকরণের) মধ্যে থাকে এবং মনুষ্যের বা অন্য পশুর যে রক্ত প্রবাহিত নহে, মৎস্যের রক্ত, মশা, জুঁই

(উকুন) পোকার রক্ত পাক। চামচিকার মলমূত্র পাক। বড় পথের কর্দ্দম, নাপাক বস্তুর ধূম, গোবিষ্ঠার ধূম ও ওজু গোছলের পানির ছিটা যাহা পানির পাত্রে পড়ে, কিন্তু উহার পড়িবার স্থান অপ্রকাশ্য, এই সমস্ত জরুরতের জন্য নাপাক বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে না। গোবিষ্ঠার ধূম কাপড়ে কিম্বা শরীরে লাগিলে, সমধিক সহিহ মতে কাপড় ও শরীর নাপাক হইবে না।

গর্দ্দভ ও খচ্চরের মুখের লালা নাপাক বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে না। সূচাগ্রের ন্যায় প্রস্রাবের ছিটা কাপড়ে লাগিলে, উহা মাফ হইয়া যাইবে। মাছির পদগুলিতে যে নাপাকির অংশ লাগিয়া থাকে, উহা কাপড়ে লাগিলে, জরুরতের জন্য মাফ হইবে।—শাঃ, ১।২৩৪-২৩৫-২৩৬। আঃ, ১।৪৭-৪৮।

প্রঃ— কি পরিমাণ গলিজা নাপাক ক্ষমার যোগ্য হইবে?

উঃ— নাপাক গলিজা যদি গাঢ় হয়, তবে এক 'মেছ্‌কাল' পরিমাণ কাপড়ে কিম্বা শরীরে লাগিলে, উহাতে নামাজ জায়েজ হইবে। আর যদি উহা তরল হয়, তবে হাতের তালুতে পানি ঢালিয়া দিয়া খুলিয়া রাখিলে, যে পরিমাণ পানি থাকিয়া যায়, উক্ত পরিমাণ, নাপাক বস্তু কাপড়ে বা শরীরে লাগিলে, নামাজ জায়েজ হইবে।

দোর্রোল মোখতারে লিখিত আছে যে, এক দেরম পরিমাণ গলিজা নাপাক লাগলেও নামাজ জায়েজ হয়, কিন্তু উহা ধৌত করা ওয়াজেব, উহা ধৌত না করিয়া নামাজ পড়িলে মকরুহ তহরিমি হইবে। আর এক দেরমের কম গলিজা নাপাক ধৌত করা সুন্নত, ধৌত না করিয়া নামাজ পড়িলে, মকরুহ তঞ্জিহি হইবে। আর এক দেরমের অধিক গলিজা নাপাক হইলে ধৌত করা ফরজ, উহা ধৌত না করিয়া নামাজ পড়িলে, নামাজ বাতীল হইবে। ইহা ইয়ানাবি সেরাজ ও হুলইয়া কেতাবে আছে।

ফৎহোল কদির, নেহায়া ও মুহিত কেতাবে আছে যে, যদি কেহ

নামাজের মধ্যে বুঝিতে পারে যে, তাহার শরীর কিম্বা কাপড়ে অল্প নাপাক বস্তু লাগিয়া রহিয়াছে, তবে নামাজের ওয়াক্ত কিম্বা জামায়াতের ফওত হওয়ার আশঙ্কা না হইলে, নামাজ ছাড়িয়া দিয়া উহা ধৌত করিয়া লইবে, পরে নামাজ পড়িবে।

আল্লামা শামি লিখিয়াছেন, এক দেরম পরিমাণ বা তদপেক্ষা কম গলিজা নাপাক লাগিলে, উহা ধৌত করা মোস্তাহাব। ধৌত না করিয়া নামাজ পড়িলে, মকরুহ তঞ্জিহি হইবে।

মসলা) যদি কোন কাপড়ে এক দেরমের কম নাপাক তৈল লাগিয়া থাঁকে, কিন্তু নামাজের সময় উহা এক দেরমের অধিক পরিমাণ স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তবে উহাতে নামাজ জায়েজ হইবে কিনা, মতভেদ হইয়াছে, অধিকাংশ বিদ্বান উহাতে নামাজ নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন। ১।২৩২-২৩৩।

প্রঃ— কি পরিমাণ খফিফা নাপাক মাফ হইতে পারে?

উঃ— ইহাতে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে, একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, খফিফা নাপাক সমস্ত শরীর কিম্বা সমস্ত কাপড়ের এক চতুর্থাংশের কম স্থানে লাগিলে।

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, হাত, পা এইরূপ কোন এক অংশের চতুর্থাংশের কিম্বা আস্তিন (হাতা), আঁচল (দামন) এইরূপ কাপড়ের এক অংশের চতুর্থাংশ খফিফা নাপাক কর্ত্তৃক নাপাক হইয়া গলে, উক্ত অবস্থায় নামাজ জায়েজ হইবে না আর যদি এক চতুর্থাংশের কম নাপাক হয়, তবে উহাতে নামাজ জায়েজ হইবে। মুহিত, তোহফা, মোজতবা, বাদায়ে ও ছেরাজ কেতাবে এই মতটী সহিহ বলা হইয়াছে। হাকায়েক কেতাবে এই মতটী ফৎওয়াগ্রাহ্য বলা হইয়াছে।—আলঃ, ১।৪৭ শাঃ, ১।২৩৫।

(মসলা) যদি গলিজা ও খফিফা উভয় প্রকার নাপাকি মিশ্রিত হইয়া কাপড়ে লাগিয়া যায়, তবে খফিফা নাপাকির গলিজা নাপাকি

ধরিয়া লইতে হইবে। যদি উহা এক দেরমের অধিক হয়, তবে উহাতে নামাজ জায়েজ হইবে না।

যদি গলিজা নাপাকি লাগিয়া যায়, এক্ষেত্রে যদি গলিজা নাপাকি খফিফা নাপাকি অপেক্ষা অধিক হয় কিম্বা উহার সমান হয়, তবে খফিফা নাপাকিকে গলিজা ধরিয়া এক দেরমের বেশী হইলে, উহাতে নামাজ নাজায়েজ হইবে।

আর যদি খফিফা নাপাকি, গলিজা নাপাকি অপেক্ষা অধিক হয়, তবে গলিজাকে খফিফা ধরিয়া লইতে হইবে, এক্ষেত্রে উহা কাপড়ের কোন অংশের চতুর্থাংশ হইলে, নামাজ নাজায়েজ হইবে, উহা অপেক্ষা কম হইলে, নামাজ জায়েজ হইবে।—শাঃ, ১।২৩৫।

(মসলা) যদি গলিজা কিম্বা খফিফা নাপাকি কাপড়ে অথবা শরীরে লাগিয়া যায়, তবে উহার এক দেরম কিম্বা কোন অংশের চতুর্থাংশের কম মাফ হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি উভয় প্রকার নাপাক বস্তু পানি কিম্বা কোন তরল বস্তুতে পড়ে, তবে অতি সামান্য হইলেও উহা নাপাক হইয়া যাইবে, কিন্তু অখাদ্য পক্ষীর বিষ্ঠা কুণ্ডায় পতিত হইলে, জরুরতের জন্য উহা নাপাক হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইবে না। শাঃ, ১।২৩৬।

নাপাক বস্তু পাক করার বিবরণ

(১) হকিকি নাপাকি কোন পাত্রে বা বস্তুতে লাগিয়া গেলে পানির দ্বারা পাক হইতে পারে। এইরূপ সিরকা, গোলাব ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকার পাক তরল নাপাকি নষ্টকারী বস্তুর দ্বারা হকিকি নাপাকি দূরীভূত হইয়া থাকে। যে পানি ওজু ও গোছলের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে, উক্ত পানি দ্বারা এই শ্রেণীর নাপাকি দুর হইতে পারে কিনা, ইহাতে

মতভেদ হইলেও ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে উহাতে উক্ত নাপাকি দূর হইয়া যাইবে। হুলইয়া কেতাবে আছে সিরকা গোলাব ইত্যাদি পাক তরল বস্তু দ্বারা নাপাকি দূরীভূত হইলেও ইহা মকরুহ হইবে। যেহেতু বিনা আবশ্যক উহা নষ্ট করা হইবে। দুগ্ধ, জয়তুন বা অন্য তৈল, আঙ্গুরের বা এই শ্রেণীর কোন বস্তুর রস দ্বারা হকিকি নাপাকি দূরীভূত হইতে পারে না। গাঢ় বরফ যতক্ষণ গলিয়া না যায়, ততক্ষণ তদ্দরা উহা দূরীভূত হইতে পারে না। তরমুজের বা কোন বৃক্ষের রস দ্বারা উহা দূরীভূত করা জায়েজ হইবে। হালাল পশুর প্রস্রাব দ্বারা উহা দুর করা জায়েজ হইবে না। হকিকি নাপাকি বলার উদ্দেশ্য এই যে, হাদাছ অর্থাৎ হুকমি নাপাকি পানি ব্যতিত অন্য কোন তরল বস্তু দ্বারা দূরীভূত হয় না।

নাপাকি দুই প্রকার—প্রথম যাহা শুষ্ক হওয়ার পর দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে; যথা—বিষ্ঠা ও রক্ত, ইহাকে 'মরিয়া' (দৃশ্যমান) নাপাকি বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার শুষ্ক হওয়ার পরে দৃষ্টিগোচর হয় না; যথা—প্রস্রাব, ইহাকে 'গর মরিয়া' (অদৃশ্য) নাপাকি বলা হয়।

যদি প্রথম প্রকার নাপাকি কোন বস্তুতে লাগিয়া যায়, তবে উক্ত নাপাকি চিহ্ন সমেত দূরীভূত হইয়া গেলে, উহা পাক হইয়া যাইবে। যদি একবার ধৌত করিলে, উহা দূরীভূত হইয়া যায়, তবে উহা একেবারেই পাক হইয়া যাইবে। আর যদি তিনবারে ধৌত করাতে উহা দূরীভূত না হয়, তবে তদধিকবার ধৌত করিতে হইবে, এই প্রকার নাপাকি দূর করার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই, ইহা মুহিত ও সেরাজিয়া কেতাবে আছে।

যদি এইরূপ নাপাকি হয় যে, কেবল পানির দ্বারা ধৌত করিলে, উহার রঙ গন্ধ দূরীভূত হয় না, বরং সাবান কিম্বা অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত পানিতে ধৌত করার আবশ্যক হয়, তবে সাবান ও গরম পানিতে ধৌত করা জরুরী হইবে না, ইহা তাইন ও সেরাজ কেতাবে আছে।

(মসলা) যদি নাপাক রং কিম্বা মেহদী দ্বারা নিজের কাপড় অথবা হস্তকে রঞ্জিত করা হয়, তৎপরে উহা ধৌত করিতে করিতে পানি

পরিচ্ছন্ন (ছাফ) হইয়া যায়, তবে উহার রং বাকি থাকিলেও উহা পাক হইয়া যাইবে। ইহা ফৎহোল কদির, মুহিত ও কাজিখানে আছে। মসইয়াতে আছে যে, তিনবার ধৌত করিলে উহা পাক হইবে।

(মসলা) যদি কোন ব্যক্তি নিজের হস্ত কিম্বা কাপড় নাপাক ঘৃতের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়, তৎপরে উহা খালেছ পানি দ্বারা ধৌত করে, তবে ঘৃতের চিহ্ন উহাতে বাকি থাকিলেও উহা পাক হইয়া যাইবে, ইহাই সমধিক সহিহ মত, ফকিহ আবুল্লায়েছ এই মতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন, ইহা জখিরা কেতাবে আছে।

(মসলা) যদি রক্তদ্বারা কোন কাপড় রঞ্জিত করা হয়, তবে যতক্ষণ ধৌত করিতে করিতে উহার পানি ছাফ বাহির না হয়, ততক্ষণ উহা পাক হইবে না। ইহা সৈয়দ আবদুল গণি নাবেলছি বলিয়াছেন।

আর যদি অদৃশ্য নাপাকি কোন বস্তুতে লাগিয়া যায়, তবে উহা কিরূপে পাক হইবে, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে, এরাকের ফকিহ্‌গণ বলিয়াছেন, ধৌতকারী যখন প্রবল ধারণা করে যে, উহা পাক হইয়াছে, তখন উহা পাক হইয়া যাইবে। বোখারার ফকিহ্‌গণ বলিয়াছেন, তিনবার ধৌত করিলে, উহা পাক হইয়া যাইবে।

দোর্‌রোল মোখতারে প্রথম মতটী ফৎওয়া গ্রাহ্য বলা হইয়াছে। গায়াতোল-বাইয়ানে আছে যে, দ্বিতীয় মতটী জাহেরে রেওয়াএত। একদল বিদ্বান উভয় মত পৃথক পৃথক ধারণা করতঃ সমতা স্থাপনের জন্য বলিয়াছেন, সন্দেহকারীর পক্ষে তিনবার ধৌত করার হুকুম দেওয়া যাইবে, আর সন্দেহহীন ব্যক্তির পক্ষে তাহার প্রবল ধারণা অনুযায়ী কার্য্য করার হুকুম দেওয়া যাইবে। সেরাজ, নহরোল ফায়েক, মোখতার হুলইয়া কেতাবে এই মতটী মনোনীত স্থির করা হইয়াছে। আর একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, উভয় মত এক, ধৌতকারী পাক হওয়ার প্রবল ধারণা করিলে, পাক হইয়া যাইবে, ইহা মজহাবের গ্রহণীয় মত, কিন্তু কয়বার ধৌত করিলে, পাক হওয়ার প্রবল ধারণা জন্মিতে পারে, ইহা নির্দ্ধারণ

করিতে ফকিহ্গণ বলিয়াছেন, তিনবার ধৌত করিলে, প্রবল ধারণা জন্মিতে পারে, কাজেই উভয় মত এক হইল, মনইয়ার টীকা, কাফি, দোরার ও তছমিবরোল আবছার প্রণেতা এই মত সমর্থন করিয়াছেন। হেদায়া ও এমদাদ কেতাব হইতে ইহাই বুঝা যায়। সমস্ত মতনের কেতাবে তিনবার ধৌত করার উল্লেখ করা হইয়াছে।—শামি, ১।২৪৩।

(মসলা) তিনবার ধৌত করিতে হইলে প্রত্যেকবার নিচড়াইতে হইবে এবং তৃতীয়বারে এত অধিক পরিমাণ নিচড়াইতে হইবে যে, উহার পরে পুনরায় নিচড়াইলেও উহা হইতে যেন পানি বাহির না হয়। ইহা দোরার, ইজাহ, শরেহ বেকাইয়া, কাফি ও ফাতাওয়ায় আবুল্লাএছে আছে, কিন্তু দোরেলি মোখতার ও কাজিখানে বুঝা যায় যে, প্রত্যেকবারে অধিক পরিমাণ না নিচড়াইলে জায়েজ হইবে না। যদি একজন নিজ শক্তি পরিমাণ তিনবার নিচড়াইবার পরে অন্য লোকে উহা নিচড়াইলে পানি বাহির হয়, তবে প্রথম ব্যক্তির পক্ষে উহা পাক হইবে। অন্য রেওয়াএতে একবার নিচড়াইলে, যথেষ্ট হইবে, কাফি বলেন, ইহা সমধিক সহজ মত। তাতার খানিয়াতে আছে যে, নাওয়াজেল কেতাবে ইহা ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে। মুহিতে আছে, প্রথম মতটি সমধিক এহতিয়াতযুক্ত।

(মসলা) যদি কাপড় পাতলা হওয়ার জন্য উহা বেশী পরিমাণ নিচড়ান না হয়, তবে উহা পাক হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, নহরোল ফায়েকে আছে, সেরাজ কেতাবে এই মতটী ফৎওয়া গ্রাহ্য বলা হইয়াছে। কাজিখান ও দোরার কেতাবে উহাতে পাক না হওয়ার কথা লিখিত আছে, এ সূত্রে উক্ত কাপড় তিনবার শুষ্ক করিয়া না লইলে পাক হইবে না। লেখক বলেন, প্রথম মতটি গ্রহণীয়।

(মসলা) যে বস্তু নিচড়ান অসম্ভব কিম্বা কষ্টকর, উহা নাপাকি গ্রাস করিয়া থাকে কিনা দেখিতে হইবে। প্রস্তর ও তাম্র নির্ম্মিত পাত্র, তরবারি, দর্পণ, মৃত্তিকা নির্ম্মিত পুরাতন পাত্র নাপাকি গ্রাস করিতে পারে না, শরীর, চামড়ার মোজা ও জুতা নাপাকির সামান্য অংশ গ্রাস করিয়া

থাকে। মৃত্তিকাজাত নূতন পাত্র, দাবাগাত করা চামড়া এবং বিছানা চেটাই, নাপাকির বেশী অংশ গ্রাস করিয়া থাকে।

যে বস্তুগুলি নিচড়ান যায় না এবং অধিক পরিমাণ নাপাকি গ্রাস করিয়া থাকে, তৎসমস্ত তিনবার ধৌত করিবে এবং প্রত্যেকবারে পানি নিঃশেষিত করিয়া লইবে, পানি নিঃশেষিত করার অর্থ এই যে, উহা প্রত্যেকবারে ধৌত করার পরে এইরূপ ভাবে রাখিয়া দিবে যে, উহা হইতে পানির বিন্দু নির্গত হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। একেবারে শুষ্ক করিয়া ফেলা শর্ত্ত নহে। ইহা তবইন ও দোরার কেতাবে আছে। দোরার ইহাকে ফৎওয়া গ্রহ্য মত বলা হইয়াছে।

যে বস্তুগুলি নিচড়ান যায় না এবং নাপাকি গ্রাস করে না, কিম্বা উহার অল্প অংশ গ্রাস করিয়া থাকে, তৎসমস্ত তিনবার ধৌত করিলে পাক হইয়া যাইবে। ইহা মুহিতে ছারাখছিতে আছে।

পাঠক, মনে রাখিবেন, অদৃশ্য নাপাকি দূরীভূত করিতে যে তিনবার ধৌত করিবার, নিচড়াইবার কিম্বা পানি নিঃশেষিত করিবার কথা উল্লেখ করা হইল, ইহা যদি কোন পাত্রে করিয়া ধৌত করা হয়, তবে এই ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু যদি জারি পানিতে এইরূপ নাপাক বস্তুকে ডুবাইয়া দেওয়া হয়, এমন কি উহার উপর দিয়া পানি প্রবাহিত হইয়া যায়, কিম্বা উহার উপর বহু পানি ঢালিয়া দেওয়া হয় তবে নিচড়ান পানি, নিঃশেষিত হওয়া এবং বার বার ডুবান ব্যতীত উহা পাক হইয়া যাইবে, ইহাই মনোনীত মত, এ সম্বন্ধে পাক হওয়ার প্রবল ধারণা জন্মিলে, যথেষ্ট হইবে, সেরাজ কেতাবে ইহা সহিহ মত বলা হইয়াছে।

যদি কোন নাপাক কাপড় তালাবে তিনবার ডুবাইয়া দেওয়া হয়, তবে নিচড়ান ব্যতীত পাক হইবে।

যদি কোন চেটাইতে নাপাকি লাগিয়া শুষ্ক হইয়া গিয়া থাকে, তবে উহা মালিশ করিয়া নরম করার পরে পানি দ্বারা দূর করিতে হইবে।

আর যদি এরূপ চেটাইতে নাপাকি লাগিয়া থাকে যে, উহা নাপাকি গ্রাস করে না, তবে উহা কেবল তিনবার ধৌত করিয়া ফেলিলে, পাক হইবে। ইহা মুহিত ও কাজিখানে আছে। আর যদি উহা এরূপ চেটাইতে লাগিয়া থাকে যে, উহা নাপাকি গ্রাস করিয়া থাকে, তবে ধৌত করিতে হইবে এবং প্রত্যেকবারে উহার উপর দাঁড়াইয়া পানি নিঃশেষিত করিয়া ফেলিতে হইবে। ইহা ফৎওয়া গ্রাহ্য মত। মনইয়ার টীকা ও কাজিখান।

কোন কোন রেওয়াএতে আছে যে, যদি নাপাক বিছানাকে এক রাত্রি জারি পানিতে নিক্ষেপ করিয়া রাখা হয় এবং উহার উপর দিয়া পানি প্রবাহিত হইয়া যায়, তবে উহা পাক হইয়া যাইবে, তাহতাবি ও বাহরোর-রায়েক প্রণেতা বলেন, ইহা মনের দুশ্চিন্তা নিবারণ হেতু বলা হইয়াছে, নচেৎ পাক হওয়ার প্রবল ধারণা হইলেও উহা পাক হইয়া যাইবে।—মারাকিল ফালাহের টীকা, তাহতাবি ৯৩, আলমগিরির হাশিয়ায় মুদ্রিত কাজিখান, ১।২৭, শাঃ, ১।২৪০-২৪৫, আঃ, ১।৪২-৪৪।

(মসলা) যদি নাপাক পানিতে এরূপ চেটাই নিক্ষেপ করা হয় যে, উহা নাপাকি চুষিয়া লয়, তবে উহা তিনবার ধৌত করিতে হইবে ও প্রত্যেকবারে নিচড়াইয়া পানি নিঃশেষিত করিতে হইবে, ইহা কাজিখানে আছে।—আঃ, ১।৪৪।

(মসলা) যদি মধুতে নাপাক বস্তু পড়িয়া থাকে, তবে কোন পাত্রে করিয়া উহাতে মধুর পরিমাণ পানি ঢালিয়া দিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পানি শুষ্ক হইয়া গেলে, পুনরায় সেই পরিমাণ পানি উহাতে ঢালিয়া দিবে। এইরূপ তিনবার পানি শুষ্ক হইয়া গেলে, উহা পাক হইয়া যাইবে। এইরূপ খোর্ম্মা ভিজান পানি নাপাক হইলে, উহা পাক করার অবস্থা বুঝিতে হইবে।

তৈল নাপাক হইলে উহা কোন পাত্রে ঢালিয়া উহাতে তৈল পরিমাণ পানি ঢালিয়া দিবে, তৎপরে উহা নাড়াইয়া দিবে, একটু সময়

ঐ অবস্থায় ত্যাগ করিলে, তৈল ভাসিয়া উঠিবে, তৎপরে হয় কোন প্রকারে উহা উঠাইয়া লইবে, কিম্বা পাত্রটির নিম্নাংশ ছিদ্র করিয়া দিয়া পানি বাহির করিয়া দিবে, এইরূপ তিনবার করিলে, তৈল পাক হইয়া যাইবে।—আঃ, ১।৪৩।

যে তৈল জমিয়া গিয়া থাকে, উহাতে সেই পরিমাণ পানি ঢালিয়া দিয়া উত্তপ্ত করিতে হইবে, তৈল ভাসিয়া উঠিলে, উহা উঠাইয়া লইবে, কিম্বা পাত্রটী ছিদ্র করিয়া পানি বাহির করিয়া দিবে, এইরূপ আরও দুইবার পানি ঢালিয়া উক্ত প্রকার ব্যবস্থা করিবে, ইহাতে উক্ত তৈল পাক হইবে, কিন্তু প্রবাহিত হইলে, উত্তপ্ত করিতে হইবে না।—শাঃ, ১।২৪৫।

(মসলা) কোন মাংস কিম্বা ময়দার রুটী মদ দ্বারা পাকাইলে, উহা এমাম আজমের মতে কিছুতেই পাক হইবে না, ইহা ফৎওয়া গ্রাহ্য মত।—শাঃ, ১।৪৫।

(মসলা) মুরগির পালক ছাড়াইয়া লইবার উদ্দেশ্যে উহার উদরের নাড়িভুড়ি ইত্যাদি বাহির করিয়া লওয়ার পূর্ব্বে উহা উচ্ছলিত পানিতে উত্তপ্ত করিয়া লইলে, এমাম আজামের মতে উহা কখনও পাক হইবে না, কিন্তু এমাম আবু ইউছফের মতে তিনবার ধৌত করিলে, পাক হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে প্রথমে উহার নাড়িভুড়ি বাহির করিয়া ফেলিয়া পরে পানিতে উত্তপ্ত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। ইহা ফৎহোল-কদিরে আছে। গায়াতোল-আওতার, ১।১৫৮।

(মসলা) কোন নাপাক বস্তু পাক করা উদ্দেশ্যে তিনবার যে পানি দ্বারা ধৌত করা হইয়াছে, উক্ত তিনবারের পানির ব্যবস্থা পৃথক পৃথক হইবে, প্রথম বারের পানি কোন বস্তুতে পড়িলে, উহা তিনবার ধৌত করিলে, পাক হইবে, দ্বিতীয় বারের পানি যে বস্তুতে পড়িবে, উহা দুইবার ধৌত করিলে, পাক হইবে, আর তৃতীয় বারে পানি কোন পাত্রে পড়িলে, ইহা একবার ধৌত করিলে পাক হইয়া যাইবে। ইহা মুহিত-ছারাখছিতে আছে। তনবির কেতাবে ইহা সহিহ মত বলা হইয়াছে।—

আঃ, ১।৪৩।

যদি কোন নাপাক বস্তু তিনটী পাত্রে ক্রমান্বয়ে ধৌত করা হয়, তবে প্রথম পাত্রটী তিনবার ধৌত করিলে পাক হইবে, দ্বিতীয় পাত্রটী দুইবার ধৌত করিলে এবং তৃতীয় পাত্রটি একবার ধৌত করিলে পাক হইয়া যাইবে। আর যদি একই পাত্রে নাপাক বস্তু তিনবার ধৌত করা হয়, তবে ইহার পরে পাত্রটী একবার ধৌত করিলে পাক হইবে। ইহা ফয়েজ কেতাবে আছে।—শাঃ, ১।২৪৪।

(মসলা) যদি কর্ম্মকারে লৌহ উত্তপ্ত করিয়া নাপাক পানি দ্বারা নির্বাপিত ও শীতল করিয়া লয়, তবে এমাম আবু ইউছফ রহমতুল্লাহ আলায়হের মতে উহা উত্তপ্ত করিয়া তিনবার পাক পানি দ্বারা ধৌত করিলে, পাক হইবে।—শামি, ১।২৪৪।

(মসলা) কোন বৃক্ষ কিম্বা জমি নাপাক হইয়াছিল, তৎপরে উহার উপর বর্ষার পানি পড়ায় নাপাকির রং গন্ধ ইত্যাদির চিহ্ন বাকি না থাকে, তবে উহা পাক হইয়া যাইবে। এইরূপ কাষ্ঠ নাপাক হইলে, যদি উহার উপর বর্ষার পানি পড়ে, তবে উহা পাক হইয়া যাইবে।

জমিতে প্রস্রাব করায় উহা নাপাক হইয়াছে যদি উক্ত জমি নরম হয়, তবে উহার উপর তিনবার পানি ঢালিয়া দিলে, পাক হইয়া যাইবে। আর যদি উহা শক্ত (কঠিন) হয়, তবে উহার উপর পানি ঢালিয়া ঘর্ষণ করিয়া লোম কিম্বা কাপড় দ্বারা শুষ্ক করিয়া লইবে, এইরূপ তিনবার করিলে, উহা পাক হইয়া যাইবে। আর যদি উহার উপর অধিক পরিমাণ পানি ঢালিয়া দেওয়া হয়, এমন কি নাপাকি দূরীভূত হইয়া যায় এবং উহার রং কিম্বা গন্ধ না থাকে, তৎপরে উহা শুষ্ক হইয়া যায়, তবে উহা পাক হইয়া যাইবে। ইহা কাজিখানে আছে।—আঃ, ১।৪৪।

(মসলা) একটি মোজার ভিতরের অংশ কার্পাষ বস্ত্রের নির্ম্মিত, উহার ছিদ্রগুলি দ্বারা নাপাকি প্রবেশ করিয়াছে, এক্ষেত্রে সেব্যক্তি মোজা ধৌত করিল, হস্তদ্বারা ঘর্ষণ করিল, তৎপরে উহার মধ্যে তিনবার পানি

পূর্ণ করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল, কিন্তু উহা নিচড়াইতে পারিল না, এক্ষেত্রে উহা পাক হইয়া যাইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।—আঃ, ১।৪৩।

(মসলা) দাবাগত করা চামড়া নাপাক হইয়াছে, কিন্তু উহা এরূপ কঠিন (শক্ত) যে, উহা নাপাকি চুষিতে পারে না, তবে উহা (তিনবার) ধৌত করিলে, পাক হইয়া যাইবে, আর যদি উহা এরূপ হয় যে, নাপাকি চুষিয়া লইয়া থাকে, তবে এক্ষেত্রে উহা নিচড়াইবার উপযুক্ত হইলে তিনবার ধৌত করিবে এবং প্রত্যেকবার নিচড়াইবে। আর যদি উহা নিচড়াইবার উপযুক্ত না হয়, তবে উহা তিনবার ধৌত করিবে। এবং প্রত্যেকবারে পানি নিঃশেষিত করিয়া ফেলিবে। ইহা কাজিখান কেতাবে আছে।—আঃ, ১।৪৪।

(মস্‌লা) যদি কাপড়ের এক প্রান্ত নাপাক হইয়া থাকে, কিন্তু কোন্ প্রান্ত নাপাক হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে না পারে, তবে কি করিবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, একদল বিদ্বান্ বলিয়াছেন যে প্রান্তের নাপাক হওয়ার প্রবল ধারণা হয়, সেই প্রান্ত ধৌত করিবে, দ্বিতীয়দল বলেন, অনুমান ও ধারণা না করিয়াও কোন এক প্রান্ত ধৌত করিলে, কাপড় পাক হইয়া যাইবে, খোলাছা ও ফয়েছ কেতাবে এই মতটি মনোনীত (ফৎওয়া গ্রাহ্য) স্থির করা হইয়াছে। নেকায়া, বেকায়া, মোলতাকা ও দোরার কেতাবে এই মতের উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। অন্যদল বলেন, কাপড়ের সমস্ত অংশ ধৌত করিতে হইবে, জাহিরিয়া ও মনইয়াতোল-মুফতি কেতাবে এই মতটি লিখিত হইয়াছে। বাদায়ে কেতাবে এহতিয়াতের জন্য এই মতটি মনোনীত স্থির করা হইয়াছে।—শাঃ, ১।২৪০।

লেখক বলেন, দ্বিতীয় মতটি ফৎওয়া গ্রাহ্য এবং গ্রহনীয়, কিন্তু পরহেজগারির জন্য শেষ মতটি গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ—

(মস্‌লা) উপরোক্ত কাপড়খানির একপ্রান্ত ধৌত করিয়া কয়েক

ওয়াক্ত নামাজ পড়া হইল, অন্যপ্রান্তে নাপাকি থাকা প্রকাশ হইয়া পড়িল, এক্ষেত্রে উক্ত কাপড়ে যে কয়েক ওয়াক্ত নামাজ পড়িয়াছিল, তাহা দোহরাইয়া পড়া ওয়াজেব হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।—আঃ, ১।৪৪।

(মস্‌লা) যদি জুতা মোজা ইত্যাদিতে দৃশ্যমান নাপাকি লাগিয়া যায়, কিম্বা মদ, প্রস্রাব ইত্যাদি অদৃশ্য নাপাকি লাগিয়া যায়, তৎপরে উহার সহিত মৃত্তিকা, বালু কিম্বা ভষ্ম মিশ্রিত হয়, অবশেষে উহা এরূপভাবে ঘর্ষণ করিয়া ফেলে যে, উহার রং কিম্বা গন্ধ না থাকে, তবে উহা পাক হইয়া যাইবে। আর যদি উহাতে কেবল অদৃশ্য নাপাকি লাগিয়া থাকে, তবে পানি দ্বারা ধৌত করা ব্যতীত উহা পাক হইতে পারে না— শাঃ, ১/২২৭।

(মসলা) পরিচ্ছন্ন, মসৃণ, লৌহ, তরবারি, ছুরি, দর্পণ, নখ, অস্থি, কাঁচ, বার্নিস করা বাসন, চিনা বাসন, নক্‌শা বিহীন রৌপ্যের পাত্র ইত্যাদি নাপাক হইলে, যেরূপ তৎসমুদয় পানি দ্বারা পাক হইয়া যায়, সেইরূপ পাক কাপড় দ্বারা মুছিয়া ফেলিলে যদি উহার চিহ্ন দূরীভূত হইয়া যায়, তবে তৎসমুদয় পাক হইয়া যাইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

আর যদি মরিচাধারী কিম্বা নক্‌শাদার লৌহ নাপাক হইয়া যায়, তবে উহা মুছিয়া ফেলিলে পাক হইবে না, বরং পাক করার জন্য ধৌত করা জরুরী। ইহা তবইন কেতাবে আছে।

কেহ রক্ত প্রক্ষালনের স্থানটি তিনটি ভিজা পাক কাপড় দ্বারা মুছিয়া ফেলিলে, পাক হইয়া যাইবে, ইহা মুহিতে-ছারাখাছিতে আছে। আঃ ১।৪৪, শাঃ ১।২২৭ পৃষ্ঠা।

(মসলা) জমিনে কোন নাপাকি লাগিলে, রৌপ্য অগ্নি কিম্বা বায়ু দ্বারা উহা শুকাইয়া গেলে এবং উহার চিহ্ন-রং ও গন্ধ দূরীভূত হইলে, নামাজের জন্য পাক হইয়া যাইবে, কিন্তু উহা দ্বারা তায়াম্মম করা

জায়েজ হইবে না। প্রাচীর বৃক্ষ; তৃণ, বাঁশ, নারিকেল কিম্বা বাঁশ অথবা কাষ্ঠের গৃহ বা বেড়া যতক্ষণ জমিনের উপর স্থায়ী থাকে, তৎসমুদয় নাপাক হওয়ার পরে উক্ত নাপাকি শুষ্ক হইয়া গেলে এবং উহার চিহ্ন দূরীভূত হইয়া গেলে, তৎসমস্ত পাক হইয়া যাইবে, কিন্তু তৃণ, কাষ্ঠ ও বাঁশ কাটিয়া ফেলার পরে তৎসমস্ত নাপাক হইয়া গেলে উহা পানি দ্বারা ধৌত করা ব্যতীত পাক হইবে না।

পাকা কিম্বা কাঁচা ইষ্টক জমিনের উপর প্রাঙ্গণ স্বরূপ বিছাইয়া দেওয়া হইল, উহার হুকুম জমিনের তুল্য হইবে। আর যদি উহা প্রাঙ্গণরূপে বিছাইয়া দেওয়া না হয়, বরং স্থানান্তরিত করার উদ্দেশ্যে জমিতে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, তবে উহা পানি দ্বারা ধৌত করা ব্যতীত পাক হইবে না।

(মসলা) কঙ্কর বা ক্ষুদ্র প্রস্তর যতক্ষণ জমিনের মধ্যে থাকে, উহার সম্বন্ধে জমিনের ন্যায় ব্যবস্থা দেওয়া হইবে, কিন্তু জমিনের উপর নিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিলে, উহা পানি দ্বারা ধৌত করা ব্যতীত পাক হইবে না।

(মসালা) যে বস্তু জমিন হইতে পৃথক থাকে, সেই বস্তু ধৌত করিতে হইবে, কেবল শক্ত অসমান প্রস্তরে নাপাকি শুষ্ক হইয়া গেলে এবং উহার চিহ্ন দূরীভূত হইলে পাক হইয়া যাইবে।

জমিন শুষ্ক হইয়া যাওয়ার পরে পাক হইয়া গেলে, যদি উহা পানিতে ভিজিয়া যায়, তবে সহিহ মতে উহা পুনরায় নাপাক হইবে না।—আঃ, ১।৪৫, শাঃ, ১।২২৭-২২৮।

(মসলা) জবেহ্ করা ছাগলের মস্তক রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল, উহা অগ্নিতে জ্বালাইয়া রক্ত দূরীভূত করা হইল, এক্ষেত্রে উহা পাক হইয়া যাইবে।

(মসলা) নাপাক কর্দ্দম হইতে কূজা কিম্বা হাঁড়ি প্রস্তুত কীরয়া অগ্নিতে জ্বালাইলে, যদি উহাতে নাপাকির চিহ্ন না থাকে, তবে পাক

হইয়া যাইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

কাঁচা ইষ্টক নাপাকি পানি দ্বারা প্রস্তুত করিয়া অগ্নি দ্বারা পরিপক্ক করিলে পাক হইয়া যাইবে। ইহা ফাতাওয়ায় গারায়েবে আছে।

(মসলা) যদি কেহ মুখ পূর্ণ করিয়া বমন করিয়া ওজু করিয়া লয়, কিন্তু পৃথকভাবে মুখ ধৌত করিল না, তবে এরূপ অবস্থায় নামাজ জায়েজ হইবে।

(মসলা) যদি শিশু সন্তান মাতার স্তনে বমন করিয়া দেয়, তৎপরে তিনবার উহা চাটিয়া লয়, তবে উহা পাক হইয়া যাইবে, ইহা কাজিখানে আছে।

(মসলা) নাপাক রাং অগ্নিতে গলাইয়া ফেলিলে, পাক হইয়া যাইবে, কিন্তু নাপাক মোম গলাইলে পাক হইবে না, ইহা কিনইয়া কেতাবে আছে।

(মসলা) গাঢ় (বসা) ঘৃতে ইন্দুর পড়িলে, উহার চারি পার্শ্ব হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দিলে, অবশিষ্ট ঘৃত পাক হইয়া যাইবে। আর তরল ঘৃতে উহা পড়িলে উহা ভক্ষণ করা জায়েজ হইবে না, কিন্তু তৈলরূপে জালান জায়েজ হইবে। ইহা খোলাছা কেতাবে লিখিত আছে।

(মসলা) যদি লৌহ ও পিতলের তাবা (তন্দুর) গোবিষ্ঠা দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া উহাতে রূটী প্রস্তুত করা হয়, তবে উহা মকরুহ হইবে, কিন্তু উহার উপর পানির ছিটা দিলে আর মকরুহ হইবে না, ইহা কিনইয়াতে আছে।—আঃ ১।৪৫-৪৬, শাঃ, ১।২২৬।২৩১।

এস্তেঞ্জার বিবরণ

প্রঃ— এস্তেঞ্জা কাহাকে বলে?

উঃ— প্রস্তর, ঢিল, মৃত্তিকা, মূল্যহীন পুরাতন তুল্য মূল্যহীন কাষ্ঠ দ্বারা নাপাকি দূর করাকে এস্তেঞ্জা বলা হয়। দোর্রোল-মোখতার।

প্রঃ— এস্তেঞ্জা শব্দের অর্থ কি?

উঃ— মল, মূত্র নির্গত হওয়ার স্থান হইতে নাপাকি দূর করাকে আরবীতে এস্তেজা বলা হয়।—দোর্রোল মোখতার।

প্রঃ— এস্তেঞ্জা করা কি?

উঃ— স্ত্রীলোক ও পুরুষ লোক উভয়ের পক্ষে সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ। মারাঃ ১।২৬।

প্রঃ— কোন্ কোন্ বস্তু দ্বারা এস্তেঞ্জা করিতে হইবে?

উঃ— যে কোন পাক বস্তু মূল্যবান না হয় এবং নাপাকি দূর করিয়া থাকে, যথা-প্রস্তর ঢিল, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, পুরাতন কাপড়, তুলা, পুরাতন চামড়া, প্রাচীর ও জমিন, এইরূপ বস্তু দ্বারা এস্তেঞ্জা করিতে হইবে।—আঃ, ১।৪৯ ও শাঃ, ১।২৪৭।

প্রঃ— পানি দ্বারা মল মূত্র স্থান পরিষ্কার করা কি?

উঃ— প্রস্তর ইত্যাদি দ্বারা এস্তেঞ্জা করার পরে পানি দ্বারা ধৌত করা সুন্নত, ইহাই সহিহ ও ফৎওয়া গ্রাহ্য মত। শাঃ, ১।২৪৮।

প্রঃ— যদি মলমূত্র মলদ্বার কিম্বা মূত্রদ্বার অতিক্রম করে তবে কি ব্যবস্তা হইবে?

উঃ— মলদ্বার কিম্বা মূত্রদ্বার অতিক্রম করিয়া যে পরিমাণ স্থান মলমূত্রে কলুষিত হইয়াছে, উহা দেরম শরয়ি পরিমাণ হইলে, পানি দ্বারা পরিষ্কার করা ওয়াজেব, আর উহা দেরম শরয়ি অপেক্ষা অধিক হইলে, পানি দ্বারা পরিষ্কার করা ফরজ।—মারাঃ, ১।২৬।২৭।

(মসলা) নাপাকি, হায়েজ ও নেফাছের গোছলের সময় মলদ্বার

ও মূত্রদ্বার পাক থাকিলেও উক্ত স্থানদ্বয় ধৌত করা ফরজ।—মাঃ টীকাতাহঃ, ১।২৭।

(মসলা) যদি পুরুষের লিঙ্গের চারিদিকে দেরম শরয়ি অপেক্ষা—অধিক পরিমাণ প্রস্রাব লাগিয়া যায়, তবে সহিহ মতে উহা ধৌত করা ওয়াজেব হইবে, এক্ষেত্রে ঢিল দ্বারা মুছিয়া ফেলিলে, পাক হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। সহিহ মতে পাক হইবে না, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।—শাঃ, ১।২৩৮।

যদি লিঙ্গের দুইদিকে এরূপ নাপাকি লাগিয়া থাকে যে, উহা একত্র করিলে, দেরম শরয়ি পরিমাণ হয়, তবে উহা পানি দ্বারা ধৌত করা ওয়াজেব হইবে। ইহা সহিহ মত, ইহা খোলাছা ও তজনিছ কেতাবে আছে।—আঃ, ১।৫০।

প্রঃ— কয়খন্ড প্রস্তর ইত্যাদি দ্বারা মলদ্বার পরিষ্কার করিতে হইবে?

উঃ— তিন খন্ড প্রস্তর ইত্যাদি দ্বারা পরিষ্কার করা মোস্তাহাব, যদি দুই খন্ড প্রস্তরে পাক হইয়া যায়, তবে তাহাতেই সুন্নত আদায় হইয়া যাইবে, আর যদি তিন খন্ডে পরিষ্কার না হয়, তবে ততোধিক দ্বারা পরিষ্কার না করিলে, সুন্নত আদায় হইবে না। ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে।—আঃ, ১।৪৯ মাঃ, ২৭। শাঃ ১।২৪৭।২৪৮।

প্রঃ— পায়খানায় কুলুখ দ্বারা এস্তেঞ্জা করার নিয়ম কি?

উঃ— একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, ডাহিন পায়ের উপর ভরদিয়া বসিবে, কেবলাকে সম্মুখ কিম্বা পশ্চাৎ করিবে না, চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ুর সম্মুখীন হইবে না, তৎপরে তিন খন্ড প্রস্তর লইয়া পুরুষ লোক হইলে, গ্রীষ্মকালে প্রথম প্রস্তর খন্ড সম্মুখের দিক হইতে টানিয়া পশ্চাতের দিকে লইয়া যাইবে, দ্বিতীয় খন্ড পশ্চাতের দিক্ হইতে টানিয়া সম্মুখের দিকে এবং তৃতীয় খন্ড সম্মুখের দিক্ হইতে টানিয়া পশ্চাতের দিকে লইয়া পরিষ্কার করিবে। আর শীতাকালে প্রথম প্রস্তরখন্ড পশ্চাতের দিক হইতে

টানিয়া সম্মুখের দিকে, দ্বিতীয় খন্ড সম্মুখের দিক্ হইতে পশ্চাতের দিকে এবং তৃতীয় খন্ড পশ্চাতের দিক্ হইতে সম্মুখের দিকে টানিয়া লইয়া পরিষ্কার করিবে। স্ত্রীলোকে পুরুষের শীতকালের ন্যায় সর্বদা কুলুখ ব্যবহার করিবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

(মসলা) পাক কুলুখগুলি দাহিন দিকে রাখা, এস্তেঞ্জায় ব্যবহৃত কুলুখগুলি বামদিকে রাখা এবং এই কুলুখগুলির নাপাক দিকটা নিম্নদিকে রাখা মোস্তাহাব, ইহা ছেরাজ আহ্লাজ কেতাবে আছে।

প্রঃ— প্রস্রাবে কুলুখ লওয়ার নিয়ম কি?

উঃ— পুরুষলোকে বাম হস্তে লিঙ্গ ধরিয়া প্রস্তর ইত্যাদি দ্বারা কুলুখ লইবে, ডাহিন হস্তে লিঙ্গ অথবা প্রস্তর ধরিবে না। স্ত্রীলোকে কেবল লিঙ্গকে কুলুখ দ্বারা মুছিয়া লইবে।

প্রঃ— এস্তেবরা কাহাকে বলে?

উঃ— মূত্রনালী হইতে প্রস্রাবের বিন্দু রহিত হওয়ার চেষ্টা করাকে এস্তেবরা বলা হয়। মাঃ, ২৬।

প্রঃ— এই এস্তেবরা করা কি?

উঃ— পুরুষলোকের পক্ষে উহা ওয়াজেব, স্ত্রীলোকের পক্ষে উহা ওয়াজেব নহে, বরং স্ত্রীলোক প্রস্রাবের পরে একটু বিলম্ব করিয়া কুলুখ দ্বারা লিঙ্গ মুছিয়া পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করিবে। শাঃ, ১।২৫৩ মাঃ, ২৬।

প্রঃ— এস্তেবরা করার নিয়ম কি?

উঃ— পুরুষ লোক প্রস্রাব করিয়া কয়েক পা চলিবে, গলা খাঁকার দিবে, বাম পার্শ্বে শয়ন (হেলিবে) করিবে, জমিনের উপর পদাঘাত করিবে, ডাহিন পাকে বাম পায়ের সহিত মিলাইবে, উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থানে নামিবে কিম্বা লিঙ্গকে নরম ভাবে দোহন করিবে, মূল কথা, লোকের মেজাজ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে, যে ব্যক্তির যে কার্য্যে প্রস্রাব বিন্দু রহিত হওয়ার বিশ্বাস হইবে, সেই কার্য্য করিয়া এস্তেঞ্জা করিবে। ইহা মনইয়ার টীকা ও মোজমারাত কেতাবে আছে।

যদি শয়তান তাহার মনে নাপাকির ধারণা জন্মাইতে থাকে, তবে সেদিকে লক্ষ্য করিবে না। ইহা ফৎহোল কদিরে আছে।—মাঃ, তাঃ, ২৬। আঃ, ১।৫০, শাঃ ১।২৫৩।

প্রঃ— পায়খানা করার ও পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করার নিয়ম কি?

উঃ— পায়খানা যাওয়ার ইচ্ছা করিলে, মলত্যাগের বেশী বেগ হওয়ার পূর্ব্বেই দন্ডায়মান হইবে, আল্লাহতায়ালার নাম অঙ্কিত আঙ্গুটী বা কোর-আনের কিছু অংশ, পয়গম্বর বা ফেরেশতার নাম লিখিত কাগজ সঙ্গে লইয়া যাইবে না, চাদর মস্তকে দিয়া পায়খানায় যাইবে, টুপি মস্তকে থাকিলেও কাপড় দ্বারা মস্তক ঢাকিবে, পায়খানার দরওয়াজার নিকট উপস্থিত হইলে এইরূপ বিছমিল্লাহ্ পড়িবে। বিসমিল্লাহে আল্লাহোম্মা ইন্নি আউজোবেকা মেনাল খোবোছ অল্ খাবাএছ''। পায়খানার মধ্যে প্রথম বাম পা দাখিল করিবে, বসিবার নিকট না হইলে গুপ্তাঙ্গ খুলিবে না, দুইপা ফাক্ করিয়া বাম পায়ের উপর ঝুকিয়া বসিবে, ফেক্‌হ, এলম ইত্যাদি পরকালের কথা চিন্তা কিরবে না, ছালামের ও আজানের উত্তর দিবে না, আল্লাহতায়ালার জেকের করিবে না, হাঁচির জওয়াব দিবে না, নিজে হাঁচিলে মনে মনে আল্লাহয়তায়ালার প্রশংসা করিবে, কিন্তু জিহ্বা নাড়াইবে না, কথাবার্ত্তা বলিবে না, বিনা জরুরতে গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না, মলমূত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না, থুথু ফেলিবে না, নাক ঝাড়িবে না, গলা খাঁকার দিবে না, চারিদিকে অধিক পরিমাণ নজর করিবে না, কোন অঙ্গের সহিত ক্রীড়া করিবে না, চন্দ্র সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না, তৎপরে পায়খানা শেষ হইলে নিম্নোক্ত রূপে আবদস্ত (শৌচকার্য্য) করিবে, প্রথম লিঙ্গ ধৌত করিবে, তৎপরে মলদ্বার ধৌত করিবে, মলদ্বারকে তিনবার ঢিলা করিবে, প্রত্যেকবারে মর্দ্দন করিবে, রোজাদার না হইলে, বেশী পরিমাণ ঘর্ষণ করিতে চেষ্টা করিবে। রোজাদার হইলে, মলদ্বার ঢিলা করিয়া বসিরে না, পানিদ্বারা এস্তেঞ্জা করার সময় নিঃশ্বাস টানিবে না, ভিজা অঙ্গুলী মলদ্বারে প্রবেশ করাইবে

না, কাপড় দ্বারা স্থানটী না মুছিয়া উঠিবে না, নচেৎ পানি মলদ্বারের গ্রন্থির উপর উঠিলে, রোজা নষ্ট হইয়া যাইবে। রোজাদার না হইলেও উক্ত ব্যবহৃত পানি হইতে কাপড়কে রক্ষা করার জন্য ন্যাকড়া দ্বারা স্থানটী মুছিয়া লইবে, তৎপরে নিজের হস্তকে প্রাচীর কিম্বা পাক জমিনের উপর মর্দ্দন করিবে, তৎপরে উক্ত হস্ত তিনবার ধৌত করিবে, তৎপরে দন্ডায়মান হইয়া পাক কাপড় দ্বারা লিঙ্গকে মুছিয়া লইবে, যদি কাপড় না থাকে, তবে হস্তের দ্বারা কয়েকবার মুছিয়া লইবে, তৎপরে পায়জামা পরিধান করিয়া উহার উপর একটু পানির ছিঁটা দিবে, তৎপরে এই দোয়া পড়িবে, "আলহামদো লিল্লাহেল্লাজি জায়া'লাল মায়া' তোহুরান্ অল-ইস্‌লামা-নুরান অকায়েদান্ অদালিলান এলাল্লাহে অ-এলা-জান্নাতেন্নায়িম, আল্লাহুম্মা হাছ্‌ছেন ফারাজি, অ-তাহ্‌হের কাল্‌বি অ-মাহ্‌হেছ্ জোনুবি।—শাঃ, ১।২৫৪, আঃ ৫/৫০, তবঃ, ১।৭৮ ও বাহঃ, ১।২৪০।

প্রঃ— কয়বার পানিদ্বারা মলদ্বার ধৌত করিতে হইবে?

উঃ— কেহ কেহ তিনবার ধৌত করার কথা বলিয়াছেন, কেহ সাতবার কিম্বা দশবার ধৌত করার কথা বলিয়াছেন, কেহ বলিয়াছেন, লিঙ্গ তিনবার ও মলদ্বার পাঁচবার ধৌত করিতে হইবে, কিন্তু সহিহ মত এই যে, এই পরিমাণ ধৌত করিবে যে, মনে স্থানটির পাক হওয়ার বিশ্বাস জন্মিয়া যায়।—বাঃ, ১।২৪১, শাঃ ১।২৪৮।

প্রঃ— পানিদ্বারা শৌচ করার সময় কয়টি অঙ্গুলী ব্যবহার করিবে?

উঃ— বাম হস্তের কনিষ্ঠ, অনামিকা ও মধ্যমা এই তিন অঙ্গুলীর পেট দ্বারা ঘর্ষণ করিবে, অঙ্গুলীগুলির পৃষ্ঠদেশ কিম্বা অগ্রভাগ দ্বারা ঘর্ষণ করিবে না, অঙ্গুলীগুলির আড়াআড়ি ভাবে ঘর্ষণ করিবে, লম্বা ভাবে ঘর্ষণ করিবে না, যদি এক অঙ্গুলী দ্বারা যথেষ্ট হয়, তবে দুই অঙ্গুলী ব্যবহার করিবে না, যদি দুই অঙ্গুলী দ্বারা যথেষ্ট হয়, তবে তিন অঙ্গুলী ব্যবহার করিবে না। কেননা শাহাদত (তর্জ্জনী) অঙ্গুলীর সম্মান অন্যান্য

অঙ্গুলী অপেক্ষা অধিক, আর বৃদ্ধা (এবহাম) অঙ্গুলীর দ্বারা ঘর্ষণ করার আবশ্যক হয় না। ইহা মুহিতে আছে, কিন্তু তবইন ও মারাকিল-ফালাহ কেতাবে আছে, আবশ্যক হইলে, শাহাদত অঙ্গুলী দ্বারাও ঘর্ষণ করিবে। মোকাদ্দামায়-গজনাবিয়াতে আছে, যদি বহু পরিমাণ নাপাক হয়, তবে হাতের তালু ও অঙ্গুলী দ্বারা ধৌত করিবে। প্রথমে মধ্যমা অঙ্গুলী উচ্চ করিয়া স্থানটি ধৌত করিবে, তৎপরে অনামিকা অঙ্গুলী উচ্চ করিয়া ধৌত করিবে, অবশেষে কনিষ্ঠা অঙ্গুলী উচ্চ করিয়া ধৌত করিবে। ওমদাতোর-রেয়া'য়া কেতাবে আছে, হাতের তালুর দ্বারা ধৌত করার আবশ্যক করে না, কিন্তু আলমগিরিতে আছে যে, যদি তালুর দ্বারা ধৌত করে, তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মধ্যে যথেষ্ট হইয়া যাইবে। পানি আস্তে আস্তে ঢালিবে এবং নরমে নরমে ধৌত করিবে। অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক পদদ্বয় সমধিক ফাঁক করিয়া বসিবে, স্ত্রীলোক কিভাবে ধৌত করিবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, মাজমায়োল-আনহোর ও নুরোল-ইজাহ কেতাবে আছে, অনামিকা ও মধ্যমা এই দুইটি অঙ্গুলী একত্রিত করিয়া স্থানটি ধৌত করিবে এক অঙ্গুলী দ্বারা ধৌত করিবে না, কারণ পাছে উহা লিঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বীর্য্যপাতের কারণ হইয়া পড়ে। তবইনে আছে যে, অঙ্গুলীর অড়াআড়ি ভাবে ঘর্ষণ করিবে, কিন্তু আলমগিরি ও মারাকিল ফালাহের টীকা তাহতাবিতে আছে, স্ত্রীলোক নিজের বাম হাতের তালু দ্বারা শৌচকার্য্য করিবে, মোকাদ্দামায়-লায়ছিয়াতে এই মতটি সহিহ্ বলা হইয়াছে, তাতারখানিয়া কেতাবে এই মতটী মনোনীত (ফৎওয়া গ্রাহ্য) বলা হইয়াছে। সেরাজ কেতাবে এই মতটি অধিকাংশ বিদ্বানের মত বলা হইয়াছে। তবইন ও মোলতাকাল-আবহোর কেতাবে আছে যে, বাকেরা (কুমারী) স্ত্রীলোক অঙ্গুলী দ্বারা শৌচকার্য্য করিবে না, যেহেতু পাছে তাহার লিঙ্গে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়া তাহার কৌমার ভাব নষ্ট করিয়া দেয়, বরং হাতের তালু দ্বারা শৌচকার্য্য করিবে।—নুরোল-ইজাহ ও মারাঃ তাঃ, ২৮। আঃ, ১।৫০।৫১, তবঃ

১।৭৮, মাজঃ ও মোলতাঃ, ১।৬৬।

প্রঃ— মলদ্বার কি পরিমাণ ঘর্ষণ করার আবশ্যক হইবে?

উঃ— ইহাতে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, কেহ কেহ বলেন, যতক্ষণ স্থানের ও হস্তের দুর্গন্ধ দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ পাক হইবে না, আর একদল বলেন, পাক হওয়ার প্রবল ধারণা জন্মিলে, পাক হইবে। শীতকালে শৌচ কার্য্য করিতে গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা সমধিক সাধ্য সাধনা করিবে, কিন্তু গরম পানি হইলে, গ্রীষ্মকালের ন্যায় চেষ্টা করিলেই যথেষ্ট হইবে। শীতল পানি দ্বারা শৌচ কার্য্য করিলে, যে পরিমাণ নেকী হয়, গরম পানি দ্বারা শৌচ কার্য্য করিলে, তদপেক্ষা কম নেকী হইবে।—আঃ, ১।৫১, মাঃ তাঃ ১।২৮, শাঃ ১।২৫৩।

প্রঃ— মলদ্বার ধৌত করার পরে পৃথক ভাবে বাম হাত ধৌত ওয়াজেব হইবে কিনা?

উঃ— মলদ্বার পাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতও পাক হইয়া যাইবে, ইহাই ফকিহ আবু জা'ফরের মত, কিন্তু উহার পরে হাত ধৌত করা ও মৃত্তিকায় ঘর্ষণ করা সুন্নত, ইহাই সহিহ মত। আঃ ১।৫১, শাঃ ১।২৫৩।

প্রঃ— যদি পানি দ্বারা ধৌত করিতে গেলে, লোকের সম্মুখে বেপর্দ্দা হইতে হয়, তবে কি করিবে?

উঃ— এইরূপ অবস্থায় পানি দ্বারা শৌচ করা ত্যাগ করিবে। যদিও এইরূপ পরিমাণ নাপাকি মলদ্বারের চারি পার্শ্বে লাগিয়া গিয়া থাকে যে, উহা ধৌত করা ফরজ, তবু পানি শৌচ ত্যাগ করিয়া প্রস্তরের দ্বারা পরিষ্কার করিয়া নামাজ পড়িবে। কিন্তু এই নামাজ ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে দোহরাইয়া পড়িয়া লইবে। বেপর্দ্দা অবস্থায় শৌচ কার্য্য করিলে, ফাছেক হইয়া যাইবে।

যদি বেপর্দ্দা অবস্থা ব্যতীত পায়খানা করা সম্ভব না হয়, তবে জরুরতের জন্য ইহা জায়েজ হইতে পারে। তাহঃ ১।১৬৫, শাঃ, ১।২৪৮,

আঃ ১।৫০।

প্রঃ— পায়খানায় যাওয়া কালে, সঙ্গে তাবিজ লইয়া যাওয়া কি একেবারে নিষেধ?

উঃ— হাঁ, মকরুহ হইবে, কিন্তু যদি উক্ত অঙ্গুটী জেবের মধ্যে বা কোন বস্তু দ্বারা আবৃত থাকে, তবে কোন দোষ হইবে না, কিন্তু এইরূপ অবস্থাতেও সঙ্গে না লইয়া যাওয়াই উত্তম। যদি তাবিজ মোমজামা কিম্বা মাদুলির মধ্যে থাকে, তবে উহা সমেত পায়খানা যাওয়াতে কোন দোষ হইবে না, কিন্তু এইরূপ না করাই উত্তম।—শাঃ, ১।১৩১, কঃ ৫৮, তঃ ১।৫৮।

প্রঃ— যদি কাহারও বাম হস্ত অবস হইয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি কি করিবে?

উঃ— যদি অন্য কোন লোক পানি ঢালিয়া দিবার জন্য তথায় না থাকে তবে তাহার এস্তেঞ্জা মাফ হইয়া যাইবে, আর যদি প্রবাহিত পানি পায়, তবে ডাহিন হাত দ্বারা শৌচ কার্য্য করিবে, ইহা খোলছা কেতাবে আছে।—আঃ ১।৫১।

(মসলা) যদি পুরুষ লোক পীড়িত হইয়া শৌচকার্য্য করিতে অক্ষম হয়, তবে তাহার স্ত্রী বা ক্রীতদাস দাসী তাহার শৌচকার্য্য করাইয়া দিবে, আর যদি তাহার স্ত্রী বা ক্রীতদাসী না থাকে তবে তাহার এস্তেঞ্জা মাফ হইয়া যাইবে। এইরূপ স্ত্রীলোক অতিশয় পীড়িত হইলে তাহার স্বামী তাহার শৌচকার্য্য করাইয়া দিবে, আর যদি তাহার স্বামী না থাকে, তবে তাহার এস্তেঞ্জা মাফ হইয়া যাইবে।—১।৫১।

প্রঃ— কোন্ কোন্ বস্তু দ্বারা এস্তেঞ্জা করা মকরুহ হইবে?

উঃ— হাড়, মাংস, কেশ, খাদ্যবস্তু, শুষ্ক বিষ্ঠা, পাকা ইষ্টক, বৃক্ষপত্র, খোলা (চাড়া), কাঁচ, রেশমী বস্ত্রের ন্যায় সম্মানিত বস্তু, কয়লা ও পশুর খোরাকের দ্বারা এস্তেঞ্জা করা মকরুহ তহরিমি।

অন্যের প্রাচীর, মস্‌জিদের প্রাচীর, এইরূপ অন্যের হক যে

সুরক্ষিত প্রস্তর ও পানিতে সংলগ্ন রহিয়াছে, উহা দ্বারা এস্তেঞ্জা করা মকরুহ তহরিমি হইবে, কিন্তু মালিকের অনুমতি লইলে কোন দোষ হইবে না। আর যে প্রস্তরে একবার এস্তেঞ্জা করা হইয়াছে তদ্বারা এস্তেঞ্জা করা মকরুহ, কিন্তু যদি উহার অন্য পার্শ্ব দ্বারা এস্তেঞ্জা করা হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে। সম্মানিত ও মূল্যবান বস্তু, যথা মনুষ্যের শরীরের অংশ, জমজমের পানি, মস্‌জিদের আবর্জ্জনা, কাগজ ইত্যাদি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা মকরুহ। মূল্যবান কাপড়, মূল্যবান তুলা ও লোকের উপকারে আসে এরূপ বস্তুদ্বারা এস্তেঞ্জা করা মকরুহ। বাঁশ ইত্যাদির দ্বারা মকরুহ হইবে। যদি মূল্যবান কাপড় হইতে এইরূপ এক অংশ কাটিয়া লওয়া হয় যে, উহার কোন মূল্য নাই, তবে বিনা কারণে এইরূপ কর্ত্তন করা মকরুহ হইলেও তদ্বারা এস্তেঞ্জা করা মকরুহ হইবে না, পাঠক মনে রাখিবেন, মূল্যবান বস্তুদ্বারা এস্তেঞ্জা করিলে, যদি উহা নষ্ট হইয়া যায়, তবে উহা মকরুহ হইবে, আর যদি কেহ মূল্যবান কাপড় দ্বারা প্রস্রাব কিম্বা বীর্য্য পরিষ্কার করে, তৎপরে উহা ধৌত করিয়া ফেলে, তবে কোন দোষ হইবে না, কিন্তু যদি উহা এরূপ মূল্যবান হয় যে, উহা ধৌত করিলে উহার মূল্য কমিয়া যায়, তবে মকরুহ হইবে। ডাহিন হস্তদ্বারা শৌচকার্য্য করা মকরুহ তহরিমা। কাঁচা গোবিষ্ঠা দ্বারা শৌচকার্য্য করা একেবারে নাজায়েজ।—শাঃ, ১।২৪৯।২৫০, আঃ, ১।৫১, তাহঃ, ১।১৬৫।১৬৬।

প্রঃ— কোন্ কোন্ স্থানে প্রস্রাব পায়খানা করা মকরুহ?

উঃ— বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব পায়খানা করা মকরুহ তহরিমি, প্রবাহিত পানিতে প্রস্রাব পায়খানা করিলে ঐরূপ হুকুম হইবে, ইহা সমধিক সহিহ মত, কিন্তু বাহরোর-রায়েক প্রণেতা বলেন যে প্রবাহিত পানি হইলে, মকরুহ তঞ্জিহি হইবে।

অল্প বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা হারাম, পায়খানা করাও গুরুতর হারাম। কোন পাত্রে প্রস্রাব করিয়া পানিতে নিক্ষেপ করা কিম্বা নদীর

নিকটে বসিয়া প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ। এমাম নাবাবী বলিয়াছেন প্রস্তর দ্বারা মলদ্বার পরিষ্কার করিয়া অল্প পানিতে নামিয়া গোছল করা হারাম।

সমুদ্রে কোন জাহাজ বা নৌকায় থাকা কালে পানিতে মল মূত্র ত্যাগ করা জরুরতের জন্য জায়েজ হইবে।

২। নদী, কূপ, হাওজ ও ঝরনার নিকটে বসিয়া মলমূত্র ত্যাগ করা মকরুহ।

৩। ফলকর বৃক্ষের নীচে, শস্যক্ষেত্রে এবং ছায়ার তলে লোকে বিশ্রাম করিয়া থাকে, তথায় মলমূত্র ত্যাগ করা মকরুহ তহরিমি।

৪। মস্‌জিদ ও ইদ্গাহের চারিপার্শ্বে, কবর স্থানে, চতুষ্পদ পশুদের মধ্যস্থলে এবং লোকদের চলিবার পথে মলমূত্র ত্যাগ করা মকরুহ।

প্রঃ— কি কি অবস্থায় মল, মূত্র ত্যাগ করা মকরুহ হইবে?

উঃ— পূর্ব্ব কিম্বা পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া মল মূত্র ত্যাগ করা মকরুহ তহরিমি; যদি ভুলক্রমে বসিয়া যায়, তবে স্মরণ করা মাত্র অন্যদিকে মুখ করিয়া বসিবে। কিন্তু যদি অন্য দিকে মুখ করা অসম্ভব হয়, তবে ক্ষমার পাত্র হইবে।

মাতা সন্তানকে পূর্ব্বে কিম্বা পশ্চিম দিকে ফিরাইয়া প্রস্রাব পায়খানা করাইলে, মকরুহ তহরিমি হইবে। নিজের পা পশ্চিমদিকে লম্বা করিয়া রাখিলে, মকরুহ হইবে।

শৌচ কার্য্যের সমস্ত পূর্ব কিম্বা পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া বসিলে, মকরুহ না হইলেও আদবের খেলাফ হইবে।

চন্দ্র ও সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করা মকরুহ তঞ্জিহি' কিন্তু মেঘের আড়ালে থাকিলে, দোষ হইবে না, বিনা ওজরে দাঁড়াইয়া, শয়ন করিয়া কিম্বা উলঙ্গ অবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ করা মকরুহ হইবে।—শাঃ, ১।২৫১-২৫৩।

সমাপ্ত